ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে

কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশে

কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২২
© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২২

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো. মাহ্‌ফুজুল হক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি
মো. নেওয়াজুল মওলা, রির্সাচ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

গবেষণায় সহযোগিতা
মীর এনামুল করিম, গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি
ঊর্মি জাহান তন্নী, গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

প্রচ্ছদ অলংকরণ
সামছুদ্দোহা সাফায়েত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স : (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN : 978-984-35-2807-0

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ ০৬

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ১০
গবেষণার উদ্দেশ্য ১১
গবেষণার পরিধি ১২
গবেষণাপদ্ধতি ১২
তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা ১৫
গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময় ১৫
বিশ্লেষণ কাঠামো ১৫
প্রতিবেদন কাঠামো ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : আইনি কাঠামো

পরিবেশ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত আইন এবং পরিকল্পনা ১৮
জ্বালানি মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) প্রস্তুত ১৮
রিভিজিটিং পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ ১৮
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ ১৯
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ২০
জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ২২

তৃতীয় অধ্যায় : কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ ২৬
স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ ২৮
জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ ২৯
অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ ৩১

চর্তুথ অধ্যায় : কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পে সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, মাত্রা ও ধরন

প্রকল্প অনুমোদনে দুর্নীতি ৩৪
ইআইএ সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ৩৫
প্রয়োজনের অধিক জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ ৪০
ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণে দুর্নীতি ৪১
ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে অনিয়ম ৪৪
ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্নবাসন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনিয়ম ৪৫
ক্ষতিগ্রস্তদের হয়রানিসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন ৪৭
প্রভাবশালী রাজনীতিবীদ ও আমলাদের স্বার্থ ৪৮

পঞ্চম অধ্যায় : সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৫২
সুপারিশ ৫৩

তথ্যসূত্র ৫৬

সারণি, চিত্র ও সংযুক্তির তালিকা

সারণি

সারণি-১ : গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রকল্প ১৩

সারণি-২ : তথ্যের উৎস ১৪

সারণি-৩ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো ১৫

সারণি-৪ : নির্বাচিত তিনটি প্রকল্পের স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ ২৮

সারণি-৫ : নির্বাচিত তিনটি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ ৩১

সারণি-৬ : নির্বাচিত প্রকল্পসমূহে বিদ্যুতের মূল্য ৩৪

সারণি-৭ : নির্বাচিত প্রকল্পসমূহে প্রয়োজনের অধিক জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ ৪০

সারণি-৮ : নির্বাচিত প্রকল্পসমূহে দুর্নীতির আংশিক প্রাক্কলন ৪১

চিত্র

চিত্র-১ : গবেষণার পরিধি ১২

চিত্র-২ : কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ (২০০৮-২০১৯) ২৩

চিত্র-৩ : বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ ৩৬

চিত্র-৪ : বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ ৩৮

চিত্র-৫ : মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ ৩৯

পরিশিষ্ট

সংযুক্তি-১ : প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া ৫৪

সংযুক্তি-২ : জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার ৫৪

সংযুক্তি-৩ : সৈকতের বালি সরে যাওয়া ও বন বিভাগের সৃজিত বাগানের গাছ বিনষ্ট হওয়া ৫৫

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা

আইপিসিসি	ইন্টার গভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ
আইইপিএমপি	ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান
এলএনজি	তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস
এনডিসি	ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন
আইএনডিসি	ইন্টেডেড ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন
কপ	কনফারেন্স অব দ্যা পার্টিস
ইআইএ	পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
ইপিসি	ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকিউরমেন্ট এন্ড কন্সট্রাকশন
একনেক	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি
এফজিডি	ফোকাস দলীয় আলোচনা
এসডিজি	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
জাইকা	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেটিভ এজেন্সি
পেট্রোবাংলা	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন
পিএসএমপি	পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান
পিডিবি	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
পিপিআর	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন
বাপেক্স	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড
বাপাউবো	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
দুদক	দুর্নীতি দমন কমিশন
সিপিজিসিবিএল	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড
টেপকো	টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি
ডিপিপি	ডিটেইলড প্রোজেক্ট প্রপোজাল
এসএসপি	স্ট্যান্ডার্ড এগ্রিমেন্ট প্রসেস
আইপিপি	ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে কাজ করছে। এরই অংশহিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টিআইবির অগ্রাধিকার খাতগুলোর মধ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন অন্যতম।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির অংশ (অনুচ্ছেদ ১৮-ক)। প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৭ এবং ১৩ অর্জনেরও পূর্বশত। কিন্তু সুলভ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহে সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)-কে প্রাধান্য দিয়ে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইনের আওতায় অনুমোদন দিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর বেশিরভাগই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে পরিবেশগত সংকটাপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়। কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে নানাবিধ অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দিকগুলো সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়।

এ গবেষণায় একদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও আইনের কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে এবং অন্যদিকে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসহ আইনের কিছু বিধান পাশ কাটিয়ে কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে দাতানির্ভর নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার হয়েছে এবং আইনি দুর্বলতার সুযোগে উন্নত দেশের উদ্বৃত্ত কয়লা প্রযুক্তি বাংলাদেশে রপ্তানি করে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেই; অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে অধিক দুর্নীতি এবং দ্রুত মুনাফা তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকায় প্রয়োজন না থাকলেও কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। প্রভাবশালী মহলকে অনৈতিক সুবিধা প্রদানে প্রকল্প অনুমোদন, চুক্তি সম্পাদন, ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ, বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রতিযোগিতাভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিশেষ বিধানের আওতায় চুক্তি ও কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে এবং ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনসহ পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরিবেশ দূষণসহ সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে পরিবেশগত ঝুঁকি অধিকতর বৃদ্ধি পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর আইন ও বিধি কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়া, কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হলেও অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। গবেষণায় কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক

বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, তথ্যদাতাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা প্রয়োজনীয় নথি, তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

টিআইবির উপদেষ্টা-নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ গবেষণার পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মো. মাহ্‌ফুজুল হক এবং রিসার্চ ফেলো মো. নেওয়াজুল মওলা। টিআইবির গবেষণা ও পলিসি সিভিক এনগেজমেন্ট এবং আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সহকর্মীগণ গবেষণায় বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহায়তা করেছেন।

এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে একদিকে কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সুশাসন ও শুদ্ধাচার অর্জন ও অন্যদিকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রকাশনাটির পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের যেকোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভূমিকা

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত। চাহিদার অপরিহার্যতার প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সরকারের একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির অংশ (১৮-ক অনুচ্ছেদ)।[১] প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৭ এবং ১৩ এর পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানি বর্তমানে সবচেয়ে সময়োপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি হিসাবে বৈশ্বিকভাবে বিবেচিত। অন্যদিকে, সকলের জন্য সুলভ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসকে (এলএনজি) প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। ২০২১ সালে ১০টি কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধ করার[২] পরও ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারের ১০ থেকে ১২ হাজার মেগাওয়াট বা মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাতিলকৃত কয়েকটি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পকে এলএনজিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা বিদ্যুৎ খাতকে আরও ব্যায়বহুল জীবাশ্ম জ্বালানির দিকে ঝুঁকে পড়াকেই ইঙ্গিত করে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে এ খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হলেও এ সংক্রান্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পের সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্রস্তাবিত সবগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭ হাজার মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে এবং বছরে ১০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন হবে।[৩] ফলে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম কার্বন নিঃসরণকারী দেশে পরিণত হবে, যা প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নসহ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৭ ও ১৩ অর্জনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। পরিবেশবাদীদের মতে, যথাযথ প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (এসআইএ) ছাড়াই প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পগুলোকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশে একটি বিদ্যুৎ

---

[১] ২ অনুচ্ছেদ ১৮ (ক), পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html, সর্বশেষ ভিজিট: ১৮ এপ্রিল ২০২২

[২] বাংলাদেশে দশটি কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধ করার সিদ্ধান্ত, বিবিসি বাংলা, বিস্তারিত দেখুন : https://www.bbc.com/bengali/news-57630991, সর্বশেষ ভিজিট: ২৭ জুন ২০২১

[৩] Choked by Coal: the Carbon Catastrophe in Bangladesh, Market Forces Ges 350.org, বিস্তারিত দেখুন : https://www.marketforces.org.au/bangladesh-choked-by-coal/, সর্বশেষ ভিজিট : ২১ এপ্রিল ২০২২

প্রকল্পের মোট ব্যয় বৈশ্বিক গড়ের প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় প্রকল্পগুলোর অনুমোদন পর্যায়ে দুর্নীতির ঝুঁকি রয়েছে। বিদেশি ঋণের ঝুঁকি নিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনের বেশি (উদ্বৃত্ত) উৎপাদনের ফলে ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।[৪] ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রণয়নের কাজ শুরু হলেও কয়লার ব্যবহার বন্ধ এবং জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উত্তরণে সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। উপরন্তু পরিবেশগত সংকটাপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কয়লা ও এলএনজি প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) এবং আইইপিএমপি প্রস্তুতে জাপান ও জাইকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইনের আওতায় জ্বালানি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ এবং জনপরিসরে এ সংক্রান্ত তথ্যের স্বল্পতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের ঘাটতি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে কয়লা এবং এলএনজি প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সুশাসন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ফলে, কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দিকসমূহ সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের নীতিকাঠামো বিশ্লেষণসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধি-বিধান প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা
- কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদনের কারণ এবং প্রভাবকগুলো চিহ্নিত করা
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
- চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা

---

[৪] বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়ের বোঝা বাড়াচ্ছে ক্যাপাসিটি চার্জ, বিডি নিউজ টুয়েন্টি ফোর, বিস্তারিত দেখুন : https://bangla.bdnews24.com/economy/article2024498.bdnews, সর্বশেষ ভিজিট : ২৩ মার্চ ২০২২

গবেষণার পরিধি

চিত্র-১ : গবেষণার পরিধি

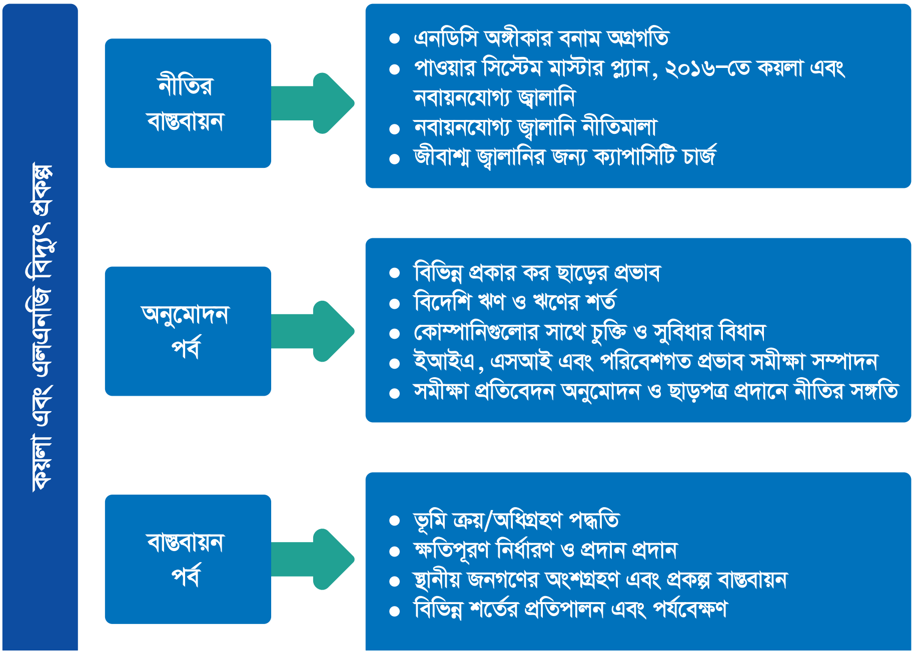

গবেষণাপদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে গবেষণার প্রয়োজন অনুয়ায়ী ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রকল্প নির্বাচন

গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে ৩টি প্রকল্প (২টি কয়লাভিত্তিক ও ১টি এলএনজিভিত্তিক) বেছে নেওয়া হয়েছে। পিএসএমপি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রকল্পগুলো অনুমোদন (দেখুন সংযুক্তি-১ : প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া) করা হয়েছে এবং প্রকল্প নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে–

- প্রকল্পের অবস্থান–প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, জলবায়ু ঝুঁকি;
- প্রকল্পের আকার ও বাজেট;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি; এবং
- প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র এবং প্রকল্প নিকটবর্তী এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবিকার ওপর প্রভাব।

সারণি-১ : গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	ধরন	অর্থায়নকারী	ক্ষমতা (মে.ও.)	চুক্তির সাল	অবস্থান
বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	কয়লা	ডিএফসি হোল্ডিং; হংকং হোল্ডিংস; আইসোটেক; পাওয়ারচায়না কনসোর্টিয়াম; বাংলাদেশ সরকার	৩৫০	২০১৭	নিশানবাড়ীয়া, তালতলী, বরগুনা
বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	কয়লা	এস আলম গ্রুপ; সেপকো; এইচটিজি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ: চীনের ঋণ (৭টি ব্যাংক) বাংলাদেশ সরকার	১৩২০	২০১৩	গন্ডামারা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	এলএনজি	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, মিতসুই কোম্পানি লিমিটেড	৬০০	২০১৫	মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার

নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি টেংরাগিরি বনের পাশে নির্মিত হচ্ছে, যা দেশের দ্বিতীয় সুন্দরবন নামে পরিচিত। সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরইএ) এর গবেষণা মতে, বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্রটি তার ৩০ বছর মেয়াদে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের বায়ুদূষণজনিত মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিষাক্ত নির্গত পারদ দেশে বায়ু দূষকের সবচেয়ে বড় উৎসে পরিণত করবে যার ফলে এই এলাকায় বসবাসকারী ৭৪ লাখ মানুষ স্বাস্থ্যগত বিবিধ ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। দূষণকারী এই ক্ষুদ্র কণাগুলো মানুষের সংস্পর্শে আসলে তা ফুসফুসের ক্যান্সার, স্ট্রোক, হৃদরোগ, এবং অন্যান্য শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।[৫] তাছাড়া, প্রস্তাবিত মাতারবাড়ী এলএনজি প্রকল্প কক্সবাজারের কাছে অবস্থিত, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন কেন্দ্র। এই জেলা এবং এর প্রতিবেশ ও বাস্তুসংস্থান ইতিমধ্যেই মাত্রাতিরিক্ত দূষণের শিকার হয়েছে। এই প্রকল্পটি দূষণের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিবে। ফলে এই এলাকার বনাঞ্চল ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

এই গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে। তবে প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণগত তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উৎস অনুযায়ী তথ্যের ধরন ও তথ্যের উৎসসহ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৫ Concern over S Alam's EIA claim on Banshkhali power project, Dhaka Tribune, বিস্তারিত দেখুন : https://archive.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/06/23/concern-over-s-alam-s-eia-claim-on-banshkhali-power-project, সর্বশেষ ভিজিট : ২৩ জুন ২০২২

তথ্যের উৎস

সারণি-২ : তথ্যের উৎস

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৪৩টি)	সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জ্বালানি ও ইআইএ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ, মানবাধিকারকর্মী, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, ইত্যাদি
	ফোকাস দলীয় আলোচনা (এফজিডি) (৩টি)	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ
পরোক্ষ তথ্য	বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট

প্রত্যক্ষ তথ্য

মাঠ হতে সংগৃহীত তথ্য এই গবেষণার তথ্যের মূল উৎস। গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বর্তমান ও সাবেক কর্মীসহ অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিকট হতে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও ফোকাস দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে।

গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের ওপর গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গুণগত তথ্যের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধি-বিধান প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ, প্রকল্প অনুমোদনের কারণ, প্রকল্প অনুমোদনের প্রভাবক, কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে এবং প্রয়োজনীয় মতামত নেওয়ার জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। জ্বালানি মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা, জ্বালানি ও ইআইএ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগণ, মানবাধিকারকর্মী, জনপ্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত সাধারণ জনগণের সাথে ফোকাস দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচিত তিনটি প্রকল্পের এলাকায় মুখ্য তথ্যদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'স্নো বল স্যাম্পলিং' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য

গবেষণার পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি

প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট ইত্যাদি। পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আধেয় বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা– তথ্যের নির্ভরশীলতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্য যাচাইসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়

ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ কাঠামো

ছয়টি সূচকের আলোকে এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি-৩ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র
আইন ও নীতির প্রতিপালন	• আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং জাতীয় আইন, নীতি ও বিধান
সক্ষমতা	• প্রযুক্তিগত সক্ষমতা; জ্বালানি খাতের অবকাঠামো; জ্বালানি প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা	• তথ্য প্রকাশ- স্বপ্রণোদিত এবং চাহিদাভিত্তিক • ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা
জবাবদিহিতা	• তদারকি এবং নিরীক্ষা; অভিযোগ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া • প্রকল্প অনুমোদনে বিবিধ চুক্তি সম্পাদন
অংশগ্রহণ	• স্থান নির্বাচন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নসহ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ • স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, জীবিকা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান
অনিয়ম ও দুর্নীতি	• প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন • পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান • ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ নিরূপণ এবং বিতরণ • বিভিন্ন অংশীজনের স্বার্থ

প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আইনি কাঠামো ও আইন প্রতিপালনে ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পে দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, দুর্নীতির মাত্রা ও ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইনি কাঠামো

আইনি কাঠামো

পরিবেশ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত আইন এবং পরিকল্পনা

জ্বালানি মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) প্রস্তুত

বাংলাদেশ সরকার জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) নিজেরা প্রস্তুত করতে পারেনি। এই মহাপরিকল্পনা তৈরিতে সরকার বারবার জাইকার অর্থ গ্রহণ করেছে এবং জাইকা একই প্রতিষ্ঠানকে (টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি-টেপকো) বারবার পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।[৬] ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে জাপানের নিজস্ব ব্যবসা সম্প্রসারণের স্বার্থে কয়লা এবং এলএনজিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানি মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া, পিএসএমপি প্রস্তুতে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। এছাড়া, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়নি এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালন না করার অভিযোগ রয়েছে।[৭] অন্যদিকে, পিএসএমপি প্রস্তুতের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং জ্বালানি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির সুযোগ তৈরি করা হয়েছে ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: টেপকোর অঙ্গসংগঠন টেপসকোসহ (টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড), জেরা ও মারুবেনিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, বিতরণসহ ইআইএ ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।[৮]

রিভিজিটিং পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬

ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা নিরূপণ : পিএসএমপি (২০১৬) তে, ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা নিরূপণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরবরাহ ও চাহিদার অসঙ্গতিসহ ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে ২০৪১ সালের মধ্যে ৮২ হাজার মে.ও. জ্বালানি চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে যার ৭০ শতাংশ কয়লা ও গ্যাস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৯] নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার ১৮টি পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও এলএনজি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। ফলে চাহিদা না থাকলেও প্রাক্কলন অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় সক্ষমতার অর্ধেক বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে এবং অব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য ক্রমাগত ভর্তুকি গুণতে হচ্ছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)– এর জন্য ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০২০ সাল পর্যন্ত বিপিডিবির মোট ৬২ হাজার ৭০২ কোটি টাকার পুঞ্জিভূত ক্ষতি হয়েছে।

জ্বালানি মিশ্রণ নির্ধারণ (এনার্জি মিক্স) : পিএসএমপি (২০১৬) প্রস্তুতে, জ্বালানি মিশ্রণে আমদানি নির্ভর কয়লা ও এলএনজিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানি দাম ও জ্বালানি ব্যবস্থার ক্রমাগত রূপান্তরকে বিবেচনা করায় ঘাটতি থাকায় বারবার জ্বালানি মিশ্রণে পরিবর্তন করতে হয়েছে।

---

[৬] তথ্যদাতা, একজন গবেষক ও অধ্যাপক, ২৭ জুলাই ২০২১

[৭] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ২৯ জুলাই ২০২১

[৮] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১

[৯] ২০৪১'র মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর, বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর, বিস্তারিত দেখুন : https://www.banglanews24.com/power-fuel/news/bd/468702.details, সর্বশেষ ভিজিট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ফলে কখনো অভ্যন্তরীণ কয়লা ও গ্যাস আবার কখনো আমদানি নির্ভর কয়লা ও এলএনজিকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, অভ্যন্তরীণ গ্যাস ও কয়লার উত্তোলন এবং এর দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে।[১০] ফলে জ্বালানি নীতি পরিবর্তনের সাথে সাথে জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণে পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং এই খাতে বিনিয়োগে আর্থিক ক্ষতি ও অপচয় হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত এক দশকে বিদ্যুতের দাম গড়ে ৯১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ মোট ৯ বার বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।[১১]

জ্বালানি ব্যবস্থার রূপান্তর/নবায়নযোগ্য উৎসে গুরুত্ব প্রদান : পিএসএমপি (২০১৬) প্রস্তুতে জ্বালানি ব্যবস্থার রূপান্তরকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। বিশেষকরে, বৈশ্বিক বাজারে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন খরচ ৮৯ শতাংশ পর্যন্ত কমলেও এই জ্বালানিকে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। বিশেষকরে, ৩০ হাজার মে.ও. নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও এখাতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। এখাত থেকে ২০২১ সালের মধ্যে মাত্র ২ হাজার ৮ শত মে.ও. ও ২০৪১ সালে ৯ হাজার ৪ শত মে.ও. উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৭ মতে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের জন্য মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৭ শতাংশ নবায়নযোগ্য হওয়ার শর্ত হলেও তা ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত এই উৎপাদন সক্ষমতার ১০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২১ সালের মধ্যে মাত্র ৭ শত ৭৯ মে.ও. (মোট সক্ষমতার ২ দশমকি ৩ শতাংশ) উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করেছে। এছাড়া, ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪২টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র চারটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং নবায়নযোগ্য উৎস থেকে গ্রিডে প্রাইভেট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের কার্যকর মডেল না থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদিত বিদ্যুৎ অব্যহৃত থাকছে।

সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতে গুরুত্ব প্রদান : পিএসএমপি (২০১৬) তে, জ্বালানি উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। ফলে, সঞ্চালন লাইন না থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে নির্মিত বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদনে আসলেও জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে না পারায় ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ভর্তুকি প্রদানের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০

“বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০”– আইনটির প্রারম্ভিক আলোচনায় এই আইনটি অনুমোদনের প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় পরিবেশবান্ধব এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী নয় এমন বড় ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পসমূহ অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। উক্ত আইনটিতে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চরম ঘাটতি, জ্বালানির স্বল্পতার কারণে দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অক্ষমতা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতিজনিত কারণে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালি কাজ ব্যহত হওয়া ও তা বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়া এবং বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, প্রযুক্তির বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি, কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হওয়াকে আইনটির প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও, তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত বিদ্যুতের ঘাটতি নিরসন অপরিহার্য হলেও, প্রচলিত আইন

---

[১০] কয়লাখনি উত্তরে, বিদ্যুৎকেন্দ্র দক্ষিণে, প্রথমআলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://bit.ly/3L9Yfep

[১১] দাম বাড়ল বিদ্যুতের : কতটা যৌক্তিক, অন্য দিগন্ত, বিস্তারিত দেখুন : https://www.onnoekdiganta.com/article/detail/7379, সর্বশেষ ভিজিট : ১০ মার্চ ২০২২

প্রতিপালন করে তা নিরসন সময় সাপেক্ষ বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়। সর্বোপরি এই আইনটি প্রণয়নের লক্ষ্য হিসেবে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালি কাজের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তা উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহন ও বিপণনে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং প্রয়োজনে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি আমদানির পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন এবং জ্বালানি সম্পর্কিত খনিজ পদার্থের দ্রুত আহরণ ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তাকে উল্লেখ করা হয়। উক্ত প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতায় দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই আইনটি ৪ বছরের জন্য প্রণীত হয়। আইনটির ধারা ৩–এ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ বা এই সংশ্লিষ্ট যেকোনো আইনে যাই থাকুক, তা বাদ দিয়ে "বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" আইনটির বিধানাবলীকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আইনটির ধারা (৯)–এ আরও উল্লেখ করা হয় যে, এই আইনের অধীনে কৃত বা কৃত বলে বিবেচিত যেকোন কাজ বা প্রকল্প বা আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

সীমাবদ্ধতা, ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

প্রারম্ভিক আলোচনা এবং ধারা ১(২) তে এই আইনের মেয়াদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সাময়িক সময়ের জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০১০ সালে ৪ বছর মেয়াদে বিশেষ বিধান আইনটি প্রণয়ন করা হলেও উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরও ৩ দফা মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আইনটি কার্যকর রাখা হয়েছে। এই আইনের আওতায় পরিবেশবান্ধব এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী নয় এমন বড় ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পসমূহ অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে রেন্টাল/কুইক রেন্টালসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ধারা (৩) এ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬–কে পাশ কাটিয়ে এই আইনের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে যোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকলেও উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় না গিয়ে পূর্ব নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠানকে কাজ প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে। ফলে জ্বালানি খাতের বিবিধ ক্রয়, ঠিকাদার নিয়োগ এবং কার্যাদেশ প্রদানসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, অযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে অধিক দামে বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি করা, সময়মত উৎপাদনে আসতে ব্যর্থ হওয়া এবং জ্বালানি খাতে ব্যয় বৃদ্ধিসহ এখাতে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হচ্ছে। এই আইনের ধারা (৯) তে, আদালতের এখতিয়ার রহিতকরণের বিষয়ে বলা হয়েছে। এই আইনের অধীনে গৃহীত প্রকল্পে সম্পাদিত বিবিধ কার্যক্রমের বৈধতা সম্পর্কে আদালতের এখতিয়ার রহিত করা হয়েছে। ফলে, বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট আইনের লংঘন, ক্ষমতার অপব্যবহার, এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি সম্পর্কে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই। কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) গত ১০ বছরে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ না থাকায় সরকার তাদের ৪৩ হাজার ১৭০ কোটি টাকা অন্যায্যভাবে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

"বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫"–এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (ধারা নম্বরসহ) এখানে উল্লেখ করা হলো :

- জলাধার হিসেবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না, তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে (ধারা ৬ ঙ);

- পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোনো এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অবিলম্বে উক্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে (ধারা ৫, উপধারা ১);
- ধারা ৫ এর উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সকল প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সীমানার ও মানচিত্রসহ আইনগত বর্ণনার উল্লেখ থাকিবে এবং এই সকল মানচিত্র ও আইনগত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট এলাকাতে প্রদর্শিত হইবে এবং উক্ত এলাকার দালিলিক বর্ণনা হিসেবে বিবেচিত হবে;
- পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না (ধারা ১২, উপধারা ১);
- গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০ কার্যকরের পর অবিলম্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে (ধারা ১২, উপধারা ২);
- কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিধি ধারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে (ধারা ১২, উপধারা ৩);
- পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ে প্রনীত বিধিমালাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনমত যাচাই, এই সকল বিষয়ে জনগণের তথ্য প্রাপ্যতা, ছাড়পত্র প্রদানকারী কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি, ছাড়পত্রের ন্যূনতম আবশ্যকীয় শর্তাবলী, আপীল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিবে (ধারা ১২, উপধারা ৪)।

সীমাবদ্ধতা, ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

এই আইনের ৫ (১ ও ২) নং ধারায় সীমানা নির্ধারণ এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। ৫নং ধারায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার কথা বলা হলেও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে, ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কিছু সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হচ্ছে না এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবেও ঘোষণা করা হচ্ছে না। এছাড়া এই আইনের ৬(ঙ) নং ধারায় 'অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে'র উল্লেখ রেখে জলাধার ভরাট ও শ্রেণি পরিবর্তনের সুযোগের রাখা হয়েছে। কিন্তু এই 'অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ' নির্দিষ্ট না থাকায় এই ধারার অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন করে প্রকল্পের স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। যেমন– মাতারবাড়ীতে কুহেলিয়া নদীর পাড় ধরে ৭.৩৫ কিমি বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণের জন্য ৬২.২৫ একর জমি নদী ও খাস শ্রেণিভুক্ত হলেও তার শ্রেণি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে এবং নদীর ৮ থেকে ১০ মিটার ভিতরে বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ এবং নদীর ভিতরে দ্বীপ নির্মাণ করে সেতু নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এই আইনের ১২ নং ধারায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অবস্থানগত ছাড়পত্র নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরুর সুযোগ এবং পরিবেশ সমীক্ষা না করেই "এক্সটেনশন ইআইএ" দিয়ে ছাড়পত্র নেওয়ার সুযোগ থাকায় পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজ্জনক এলাকায় কয়লা ও এলএনজিসহ অন্যান্য ভারী শিল্প প্রকল্প গ্রহণ এবং নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে নদী ও জলাধার সুরক্ষায় জড়িত প্রতিষ্ঠান যেমন,

নদী কমিশনের অপত্তিকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে এবং সরেজমিন পরিদর্শনে জলাধার ভরাটের সত্যতা পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর আইনি ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যার্থ হওয়ার এবং নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে না পারার অভিযোগ রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ দিয়ে ছাড়পত্র নেওয়া হচ্ছে এবং ইআইএ সংশোধনের নামে দফায় দফায় ইআইএ পরিবর্তন করা হচ্ছে। তাছাড়া, পরিবেশ ছাড়পত্র পেতে দেরি হলে ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষা না করে প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে তাগিদ দেওয়া হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ছাড়পত্র না দিলে পরিবেশ অধিদপ্তরের মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করা হয়েছে এবং ছাড়পত্র ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার তাগাদা দেওয়া হয়েছে।[১২]

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত কপ-২১ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা ১ দশমিক ৫ থেকে ২ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করতে বিশ্বের আরও ১৯০টি দেশের সাথে বাংলাদেশও অংশগ্রহণ করে। এসময় বাংলাদেশ প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার অধীনে ২০১৫ সালে দেশটি প্রথম আইএনডিসি, তথা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় অবদান ও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। উক্ত আইএনডিসি প্রতিবেদনে ২০১১ সালের শিল্প, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, কৃষি, বর্জ্যসহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনা করে দেখানো হয় যে, ২০১২ সালে দেশের গ্রিনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নিঃসরণের পরিমাণ ১৬৯ দশমিক শূন্য ৫ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমতুল্য, যা ২০৩০ এসে দাঁড়াবে ৪০৯ দশমিক ৪ মিলিয়ন টন। এমতাবস্থায়, ২০১৫ সালের আইএনডিসিতে সরকার কোন শর্ত ব্যতিরেকে এই গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ বা ১২ মিলিয়ন টন এবং বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ১০ শতাংশ বা ২৪ মিলিয়ন টন কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। পরবর্তীতে, ২০২১ সালে প্রকাশিত এনডিসি প্রতিবেদনে, এই নিঃসরণ হ্রাসের সম্ভাব্য পরিমাণ ধরা হয় শর্তহীনভাবে ৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ বা ২৭ দশমিক ৫৬ মিলিয়ন টন এবং শর্তসাপেক্ষে ১৫ দশমিক ১২ শতাংশ বা ৬১ দশমিক ৯১ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ।[১৩]

প্যারিস চুক্তির আওতায় আইএনডিসি-তে বাংলাদেশের শর্তহীনভাবে ৫ শতাংশ এবং তহবিল প্রাপ্তিসাপেক্ষে ১৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতি[১৪] থাকলেও তা বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুত কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে আলাদা পরিকল্পনাসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের রূপরেখা নেই। অন্যদিকে, সুপার ক্রিটিক্যাল ও আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির নামে কয়লা প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে এবং প্রস্তাবিত ১৯টি প্রকল্প থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি বছর ১ লাখ ১০ হাজার টন কার্বন নিঃসরণের আশঙ্কাসহ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ

---

[১২] ছাড়পত্রে দেরি করলে পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মতি ছাড়াই কাজ শুরু, প্রথম আলো ১ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3N4Rtb9, সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ নভেম্বর ২০২১

[১৩] Nationally determined contributions (NDCs), 2021, Bangladesh (Updated): ২৬ আগস্ট ২০২১ বিস্তারিত দেখুন : https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bangladesh%20First/NDC_submission_20210826revised.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ মে ২০২২

[১৪] প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন ও বাংলাদেশ, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন : https://bit.ly/3slIXfG, সর্বশেষ ভিজিট : ১৯ এপ্রিল ২০২২

উৎপাদন সক্ষমতা ৬৩ গুণ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে জ্বালানি খাত থেকে ৪১ মিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরিত হয়েছে এবং ২০১৯ সালে তা বেড়ে ৮৯ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮ সালের তুলনায় ১১৮ শতাংশ বেশি।

চিত্র-২ : কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ (২০০৮-২০১৯)

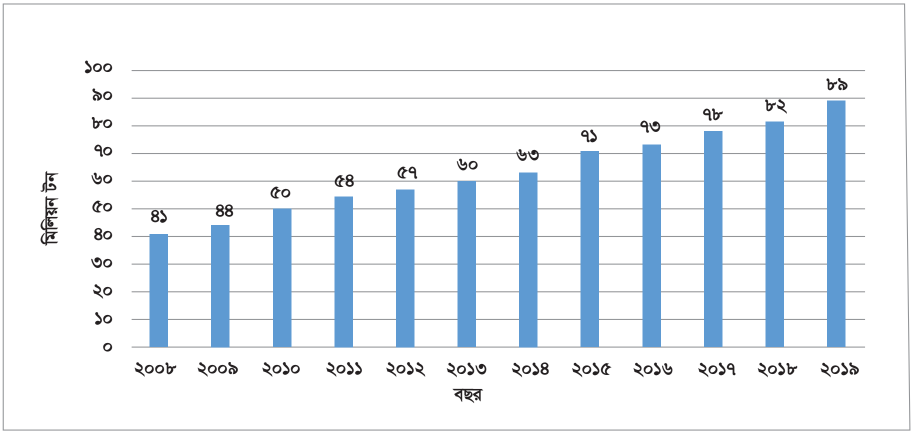

তৃতীয় অধ্যায়

কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ

কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি

কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। ফলে দেশীয় কয়লাখনিগুলো যেমন– বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে পর্যাপ্ত কয়লার মজুদ থাকা সত্ত্বেও তা উত্তোলনের কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেই। উল্লেখ্য, বলা হচ্ছে কয়লা উত্তোলনের জন্য যে দেশি কোম্পানি আছে তা কয়লা উত্তোলনে সক্ষম না, অথচ চীনা কোম্পানি একই খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে সরবরাহ করে।[১৫] অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগরে যে গ্যাস আছে তা উত্তোলনে বাপেক্সের সক্ষমতা আছে বলা হলেও তাদের দিয়ে উত্তোলন না করিয়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হচ্ছে।[১৬] ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে আমদানিনির্ভর কয়লা এবং এলএনজির ওপর নির্ভর করে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। একইভাবে, প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা না থাকার ফলে আমদানিনির্ভর প্রযুক্তি দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেই সাথে চীন ও জাপানের পুরাতন এবং ব্রাউন ফিল্ড বয়লারগুলোকে গ্রিন নামে চালিয়ে দেওয়াসহ উন্নত দেশের উদ্বৃত্ত ও অব্যবহৃত কয়লা প্রযুক্তির "ডাম্পিং ক্ষেত্র" হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করার অভিযোগ করেন এ খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, 'বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এদের একটি ব্রাউন ফিল্ড এবং অন্যটি গ্রিন ফিল্ড প্রকল্প। ব্রাউন ফিল্ড হলো এমন এক ধরনের প্রকল্প যা আগে থেকে ছিল অর্থাৎ পুরানো বয়লারকে পরিবর্তন এবং উন্নত করা, অপরদিকে গ্রিনফিল্ড হলো সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প। চীন, জাপান বা তাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ব্রাউন ফিল্ড বয়লারগুলোকে গ্রিনে রূপান্তর করে। ব্রাউন থেকে গ্রিনে রূপান্তর করা পুরাতন বয়লারগুলোকে চীন ও জাপান কর্তৃক বাংলাদেশে গ্রিন নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এই উন্নত দেশের উদ্বৃত্ত ও অব্যবহৃত কয়লা প্রযুক্তি বাংলাদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে'।[১৭]

জ্বালানি খাতের অবকাঠামোগত ঘাটতি

অভ্যন্তরীণ কয়লা ও গ্যাস উত্তোলন করে তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতে সক্ষম না হওয়ায় আমদানি নির্ভর জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।[১৮] পেট্রোবাংলা কর্তৃক বর্তমান মোট চাহিদার ৫২ দশমিক ৩ শতাংশ এর বেশি গ্যাস সরবরাহ করার সক্ষমতা নেই। তাছাড়া, সুপরিকল্পিত অবকাঠামোগত রূপরেখা প্রণয়ন না করেই সরকার মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ এগারোটি আমদানিনির্ভর এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে।[১৯] অন্যদিকে, বাংলাদেশে ৩০ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও এ সংক্রান্ত অবকাঠামো প্রস্তুতে ঘাটতি রয়েছে। জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ

[১৫] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ২৭ জুলাই ২০২১

[১৬] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ০৮ আগস্ট ২০২১

[১৭] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১

[১৮] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ২৭ জুলাই ২০২১

[১৯] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯ জুলাই ২০২১

সরবরাহে সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান না করার ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়নি।[২০]

জ্বালানি প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সরকারের দর-কষাকষির ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতির কারণে প্রভাবশালী ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারদের (আইপিপি) বিনিয়োগ প্রস্তাবে সরাসরি রাজি হওয়াসহ আনসলিসিটেড প্রকল্প গ্রহণ করেছে।[২১] বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) উন্মুক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে না পারায় অর্থায়ন সংক্রান্ত বৈদেশিক ঋণের চুক্তি সম্পাদন এবং বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে দর-কষাকষিসহ দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় নিতে সক্ষম হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে, দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা না করেই প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে কর রেয়াতসহ শুল্ক মাফ করে দেওয়া হয়।[২২] যেমন– বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতির অধীনে, বাঁশখালী (এস এস পাওয়ার প্ল্যান্ট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রায় ৩ হাজার ১ শত ৭০ কোটি টাকার স্ট্যাম্প শুল্ক মওকুফ করে দিয়েছে সরকার।[২৩][২৪] তাছাড়া, প্রকল্পে আনসলিসিটেড ঋণের শর্ত রাখা এবং একই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থের উৎস সন্ধান এবং অর্থায়নসহ পুরো বিষয় সমন্বয় করায় সুদের হার ও শর্ত নির্ধারণে দরকষাকষির সুযোগ ছিলনা বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানান। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্মুক্ত প্রক্রিয়ার মেনে ক্রয় সম্পাদন করার সুযোগ রাখা হয়নি এবং উন্মুক্ত প্রক্রিয়ায় ক্রয় সম্পাদন করা হয়নি। প্রতিযোগিতাভিত্তিক ক্রয় সম্পাদন না করায় একদিকে বাজার দামের চেয়ে বেশি দামে ক্রয় করতে হয়েছে অন্যদিকে পণ্যের মান নিশ্চিত করার সুযোগ থাকেনি। তাছাড়া, দরপত্র না ডেকে প্রকল্পের কাজ বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেশের স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি বলে তথ্যদাতারা জানান।

যেমন– পায়রা (১ হাজার ৩ শত ২০ মেগাওয়াট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চীনের প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় কোনো প্রকার দরপত্র প্রক্রিয়া ছাড়াই।[২৫] এছাড়াও ঋণের বিবিধ শর্ত থাকার ফলে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহনে বাধ্য হতে হয়। যেমন– বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়নে চীনের বিবিধ ব্যাংক থেকে নন-কনসেশনাল বা কঠিন শর্তে ঋণ নিচ্ছে যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে ঋণের গ্যারান্টি প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঋণের সুদ এবং ইকুইটির লাভও গ্রহণ করবে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্য দাতারা জানান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদের হার ৫ থেকে ৬ শতাংশ নির্ধারণ এবং কাজ শেষ হওয়ার আগেই সুদ প্রদান করার শর্ত রয়েছে। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সঠিক সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হলেও বিপিডিবি কর্তৃক নামমাত্র ক্ষতিপূরণ আদায় করার সুযোগ রাখা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে ২০ বছরের মধ্যে

---

২০ তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ০৮ আগস্ট ২০২১

২১ তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১

২২ তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১

২৩ Banshkhali one of most polluting coal power plants: report, New Age, বিস্তারিত দেখুন : https://www.newagebd.net/article/140877/banshkhali-one-of-most-polluting-coal-power-plants-report#:~:text=China%20is%20building%20one%20of,of%20national%20and%20international%20green, সর্বশেষ ভিজিট: ১৬ জুন ২০২১

২৪ Tk 3170.87 cr duty exemption for S. Alam Group, The New Nation, বিস্তারিত দেখুন : https://thedailynewnation.com/news/207046/tk-317087-cr-duty-exemption-for-s-alam-group.html, সর্বশেষ ভিজিট : ২০ ডিসেম্বর ২০২১

২৫ বিশেষ বিধানে ভর করে ফের দরপত্র ছাড়াই কার্যাদেশ, বাংলানিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুন : https://www.banglanews24.com/print/443291, সর্বশেষ ভিজিট : ২৪ নভেম্বর ২০১৫

পুরো ঋণ শোধের শর্ত দেওয়া হচ্ছে।[২৬] এছাড়া, সঠিক সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হলেও পিডিবি কর্তৃক নামমাত্র ক্ষতিপূরণ আদায় এবং শর্ত অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার আগেই সুদ প্রদান করার শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য দুই বা ততোধিক সভ্রেইন গ্যারান্টির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। যেমন, দেশি-বিদেশি উৎপাদনকারীদের জন্য তিন-পাঁচ গুণ বেশি দামের নিশ্চয়তা, নিয়মিত বিদ্যুৎ ক্রয়ের শর্ত এবং বিদ্যুৎ ক্রয় না করলেও ক্যাপ্যাসিটি চার্জ প্রদান, মোট বিনিয়োগের ১০ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থের খুচরা যন্ত্রপাতি প্রতিবছর করমুক্ত আমদানির সুবিধা, প্রকল্পের জন্য জমি ক্রয়ে সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি মওকুফ করা ইত্যাদি সুযোগ রয়েছে।[২৭]

স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান। নিম্নে সারণির মাধ্যমে গবেষণার অর্ন্তভুক্ত তিনটি প্রকল্পের স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থাপন করা হলো–

সারণি-৪ : নির্বাচিত তিনটি প্রকল্পের স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প তথ্য	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
প্রকল্পের ডিপিপি ও ইআইএ প্রতিবেদন স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা চাহিদা সাপেক্ষে প্রকাশ	X	X	প্রযোজ্য নয়
ঋণের হার, শর্ত ও মুনাফা বন্টন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা	X	X	প্রযোজ্য নয়
বিনিয়োগকারীদের মুনাফার অর্থ ও আয়কর প্রদান সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ	X	X	প্রযোজ্য নয়
আর্থিক লেনদেনসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং বাজেট সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করা	X	X	প্রযোজ্য নয়
ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয় সর্ম্পকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঠিক ও পূর্নাঙ্গ তথ্য প্রদান	X	X	X
চুক্তি ও ক্রয় প্রক্রিয়ার তথ্য স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা চাহিদা সাপেক্ষে প্রকাশ	X	X	X
প্রযুক্তিগত তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করা	X	X	X

X-হয়নি; √-হয়েছে

[২৬] বিশেষ বিধানে ভর করে ফের দরপত্র ছাড়াই কার্যাদেশ, বাংলানিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুন : https://www.banglanews24.com/print/443291, সর্বশেষ ভিজিট : ২৪ নভেম্বর ২০১৫

[২৭] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১

উল্লেখ্য, মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) এবং মিতসুই কোঃ এর মধ্যে নন-বাইন্ডিং চুক্তি হলেও এখনো যৌথ কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হয়নি। তাই পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রস্তুতসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের কিছু কার্যক্রম শুরু হয়নি।

জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ

তদারকি কার্যক্রমের ঘাটতি

পরিবেশ অধিদপ্তর মাঠপর্যায়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ নির্গমন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের ক্ষতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়মিত তদারকি করে না বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরের লোকবলের ঘাটতি থাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠপর্যায়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ নির্গমন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের ক্ষতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়মিত তদারকি করা হয় না।[২৮] উদাহরণস্বরূপ– কক্সবাজার পরিবেশ অধিদপ্তরের **১৩** থেকে **১৫** জন জনবলসহ অফিস থাকার কথা থাকলেও মাত্র ৭ জন আছে। তাই পরিবেশ অধিদপ্তর চাইলেও সঠিক উপায়ে এবং নিয়মিত তদারকি র্কাযক্রম পরিচালনা করতে পারে না বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জাননন। এছাড়াও, প্রকল্পের নামে সরকারি-বেসরকারি জমি দখল এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভূমি অফিসসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসসমূহের বিরুদ্ধে তাদের এখতিয়ার রয়েছে এমন বিষয়সমূহের তদারকি না করার অভিযোগ রয়েছে।[২৯] অন্যদিকে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের আপত্তিসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান অগ্রাহ্য করে বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানান।[৩০] সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতে, 'আইনে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ক্ষমতা দেওয়া হলেও তারা সেই আইনের প্রয়োগ করতে পারে না এবং পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্পের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনা। তারা নিজেদের অক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবেও দাবি করে। জানা যায়, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইআইএ সমীক্ষা অনুমোদন না করলে উপরমহল থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয় অনুমোদনের জন্য কাজেই এক্ষেত্রে তাদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতার অভাব আছে।' আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ভুল ইআইএ দিয়ে ছাড়পত্র নিয়ে কাজ শুরু করে। যেমন– মাতারবাড়ী কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পের জন্য যে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে তার ইআইএ ছাড়পত্র নেওয়া হয়েছে ভুল তথ্য দিয়ে এবং ইআইএ অনুমোদনের পর প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইআইএতে দেখানো পরিকল্পনার পরিবর্তে নদী ভরাট করে রাস্তা নির্মাণের কাজ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতারা জানান, মাতারবাড়ীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা না করায় পরিবেশ অধিদপ্তর এখানে বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলো নিয়ে আপত্তি জানালেও তা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নির্মাণ কাজের দ্বারা সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির যথাযথ তদারকি ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নেই। এমনকি নদী ও খালে কয়লা প্রকল্পের বর্জ্য নিয়মিত নিক্ষেপ করলেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।[৩১] কয়লা প্রকল্পের বর্জ্য নিয়মিত খাল, নদী ও সমুদ্রে নিক্ষেপের সত্যতা গবেষণাকালীন মাঠ পরিদর্শনেও দেখা যায়।

---

[২৮] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

[২৯] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ০২ অক্টোবর ২০২১

[৩০] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ০৩ অক্টোবর ২০২১

[৩১] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

নিরীক্ষায় ঘাটতি

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য প্রতি বছর একই প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হয়। যেমন– কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (সিপিজিসিবিএল) প্রতি বছর বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য এম. জে. আবেদীন এন্ড কোং নামক কোম্পানিকে নিয়োগ দিয়েছে।[৩২] তাছাড়া, নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলো নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয় না। প্রকল্প ব্যয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় না করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণাকৃত বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করা হয়, যেমন : মাতারবাড়ীতে একটি প্রকল্প ব্যয় ৩৫ হাজার ৯ শত ৮৪ কোটি নির্ধারণ করা হলেও তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ হাজার ৮ শত ৮৫ কোটি টাকায়।[৩৩] এছাড়া, কোন কোন খাতে কিভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হয়েছে নিরীক্ষায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো ব্যাখ্যা চাওয়া হয় না বলে, এ খাত সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থায় ঘাটতি

ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে স্থানীয় দপ্তরগুলোর অনীহা রয়েছে। এছাড়া, সহযোগীতা না করা এবং ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণসহ অভিযোগকারীদের হয়রানি করার অভিযোগও রয়েছে।[৩৪] স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধেও অভিযোগকারীদের ভীতি প্রদর্শন, চাপ প্রয়োগ ও হেনস্থা করার অভিযোগ রয়েছে।[৩৫] স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত করা হয়ে থাকে বলেও ভুক্তভোগীরা জানান।[৩৬] জমি অধিগ্রহণে জমির মালিকদের হয়রানি ও মামলা প্রদান করা হলেও এমন অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।[৩৭] জাল দলিল তৈরি ও জালিয়াতির কারণে দুদক মামলা করলেও জাল দলিলের গ্রহীতাকে বাদ দিয়ে দলিলের সাক্ষীদের বিরুদ্ধে মামলা করার মাধ্যমে মূল অভিযুক্তদের অপরাধ থেকে ছাড় পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিচারের আওতায় আনা হয় না বলে তথ্যদাতারা জানান।[৩৮]

---

[৩২] বার্ষিক প্রতিবেদন, কোল পাওয়ার জেনারেশন বাংলাশে, বিস্তারিত দেখুন : http://www.cpgcbl.gov.bd/site/page/acaabc9c-0cc2-47d6-a903-969997058d9c/-, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ মে ২০২২

[৩৩] ব্যয় বাড়ছে ১৬ হাজার কোটি টাকা, বণিক বার্তা, বিস্তারিত দেখুন : https://bonikbarta.net/home/news_description/256732/, সর্বশেষ ভিজিট : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১

[৩৪] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ০২ অক্টোবর ২০২১

[৩৫] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ০২ অক্টোবর ২০২১

[৩৬] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১

[৩৭] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১

[৩৮] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয়, ১২ অক্টোবর ২০২১

সারণি-৫ : নির্বাচিত তিনটি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প তথ্য	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা সম্পাদন	√	√	X
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০-এর আওতায় পরিবেশের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন	√	√	প্রযোজ্য নয়
স্ট্যান্ডার্ড এগ্রিমেন্ট প্রসেস অনুসরণ করে চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন	X	X	প্রযোজ্য নয়
সম্পূর্ণ ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রকল্প অনুমোদন	X	X	প্রযোজ্য নয়
পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৮ আইন অনুযায়ী এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগীতার ভিত্তিতে ক্রয়সহ বিবিধ চুক্তি সম্পাদন	X	X	প্রযোজ্য নয়
উন্মুক্ত পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা	X	X	প্রযোজ্য নয়
প্রকল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কর ছাড়	√	√	প্রযোজ্য নয়
ইপিসি ঠিকাদারদের আয়কর, পরামর্শক কর, উৎপাদন ও ভ্যাট রেয়াত দেওয়া	√	√	প্রযোজ্য নয়
জ্বালানি আমদানিতে এনআরবি কর্তৃক ৫ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ভ্যাট ছাড়	√	√	প্রযোজ্য নয়
ট্রান্সফরমার, ক্যাপাসিটর, সুরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ পিপিআর অনুযায়ী ক্রয়	X	X	প্রযোজ্য নয়
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকল্পের পক্ষে ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি প্রদান	√	√	প্রযোজ্য নয়

X-হয়নি; √-হয়েছে

এছাড়া বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র সময়মতো উৎপাদনে আসতে না পারায় ২০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়েছে।[৩৯] অন্যদিকে, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকালীন সময়ে সরকারের কাছ থেকে ৩ হাজার ১ শত ৮৯ কোটি টাকা কর ও ভ্যাট রেয়াতসহ বিবিধ সুবিধা গ্রহণ করেছে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতা জানান।

অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ

প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে নীতি নির্ধারকদের সাথে সভায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অনৈতিক সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের শিখিয়ে দেওয়া কথাই সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় (আইইই, ইআইএ এবং এসআইএ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করায় ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্পের ফলে পরিবেশগত বিপন্নতা ও পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মতামত পরিবেশগত সমীক্ষাতে গ্রহণ করা হয়নি বলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়নি। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, জীবিকা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে।

---

[৩৯] 1224MW power plant at Banskhali: S Alam Group pays Tk 2.0b as penalty for delay,The Financial Express, বিস্তারিত দেখুন : https://thefinancialexpress.com.bd/public/trade/1224mw-power-plant-at-banskhali-s-alam-group-pays-tk-20b-as-penalty-for-delay-1594610600, সর্বশেষ ভিজিট : ১৬ নভেম্বর ২০২১

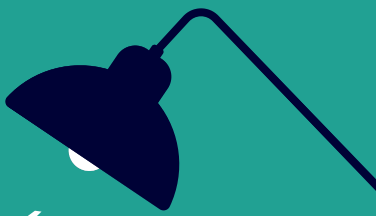

চর্তুথ অধ্যায়

কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পে সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, মাত্রা ও ধরন

কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পে সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, মাত্রা ও ধরন

প্রকল্প অনুমোদনে দুর্নীতি

জ্বালানি খাতের নীতিনির্ধারক এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে যথাযথ বিশ্লেষণ না করে প্রভাবশালীদের স্বার্থে কয়লা ও এলএনজি প্রকল্প অনুমোদনের অভিযোগ রয়েছে।[৪০] প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ কর্মকর্তা নিয়োগ ও বদলিতে বিদেশী লবিইস্টদের প্রভাব রয়েছে এবং যোগসাজশের মাধ্যমে সরকারি আমলাদের ক্যাপচার করে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় বলে এখাত সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। এছাড়া, সরকারি আমলাদের শুধুমাত্র "রাবারস্টাম্প" হিসেবে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে।[৪১] প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এগ্রিমেন্ট প্রসেস অনুসরণ না করেই চুক্তি করার মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে (ভারত, চীন, পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া) নির্মিত কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম বাংলাদেশি টাকায় ৩ দশমিক ৪৬ থেকে ৫ দশমিক ১৫ পড়লেও নির্বাচিত প্রকল্পে বেশি মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সুযোগ রেখে প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।[৪২] যেমন– বরিশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম পড়বে ৬ দশমিক ৬১ টাকা[৪৩] যা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের তুলনায় প্রায় ১ দশমিক ৪৬ থেকে ৩ দশমিক ১৫ পর্যন্ত বেশি অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের তুলনায় ২২ থেকে ৪৮ শতাংশ বেশি। একই হিসাবে বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম পড়বে ৬ দশমিক ৭৭ টাকা যা অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের তুলনায় ১ দশমিক ৬২ থেকে ৩ দশমিক ৩১ টাকা বেশি অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের তুলনায় ২৪ থেকে ৪৯ শতাংশ বেশি।[৪৪]

সারণি-৬ : নির্বাচিত প্রকল্পসমূহে বিদ্যুতের মূল্য

বিদ্যুৎকেন্দ্র	ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম (টাকা)	পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অতিরিক্ত দাম (টাকা)	পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অতিরিক্ত দাম (শতাংশ)
বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬.৬১	১.৪৬-৩.১৫	২২-৪৮
বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬.৭৭	১.৬২-৩.৩১	২৪-৪৯

এছাড়া, জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি না করেই প্রতি টন কয়লার প্রাথমিক দাম ১২০ ডলার হিসাব করে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করায় দুর্নীতির ঝুঁকি রয়েছে। তাছাড়া, উৎপাদন শুরুর পর প্রকল্প ব্যয়সহ জ্বালানি মূল্য,

---

৪০ তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক ও অধ্যাপক, ১২ আগস্ট ২০২১

৪১ তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ২৭ জুলাই ২০২১

৪২ তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ১২ আগস্ট ২০২১

৪৩ বাঁশখালীর কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই, একুশে পত্রিকা, বিস্তারিত দেখুন : https://www.ekusheypatrika.com/archives/134637, সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ নভেম্বর ২০২১

৪৪ তথ্যদাতা, একজন সাবেক সচিব, ১১ নভেম্বর ২০২১

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের উপর নির্ভর করে দাম ইচ্ছামাফিক বাড়ানোর সুযোগ রাখায় ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম ২ থেকে ৩ গুণ বেশি পরার আশঙ্কা রয়েছে।[৪৫] এক্ষেত্রে প্রভাবশালী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার-আইপিপি) সরাসরি জ্বালানি আমদানি করার সুযোগ প্রদানে অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। আইন পরিবর্তন করে রাষ্ট্রীয় জ্বালানি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন" এর ক্ষমতা রহিত করা হয়েছে বলে এখাত সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান।[৪৬] বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি জ্বালানি আমদানি করার সুযোগ দেওয়া এবং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশে জ্বালানির দাম ক্রয় মুল্যের চেয়ে অধিক দেখানোর সম্ভাবনা এবং অর্থ পাচারের ঝুঁকি রয়েছে।[৪৭] প্রাইভেট সেক্টর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয়ের কোনো সীমারেখা/ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।[৪৮] এছাড়া, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি মেগাওয়াটের জন্য নির্মাণ ব্যয় সরকারি প্রাক্কলন অনুযায়ী ৭ থেকে ৮ কোটি টাকা হলেও বরিশাল প্রকল্পে **১৩** দশমিক ৭৫ কোটি টাকা এবং বাঁশখালীতে **১৬** দশমিক ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত টাকা সংশ্লিষ্টদের কমিশন হিসেবে গ্রহণের অভিযোগ করেন সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা।

ইআইএ সংশ্লিষ্ট অনিয়ম

বরিশাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র

প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে নির্বাচিত এলাকার পরিবেশগত বিপন্নতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রাথমিকভাবে ইআইএ ছাড়াই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়[৪৯] এবং পরবর্তীতে ইআইএ অনুমোদন দেওয়া হলেও পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই কাজ চলমান রাখা হয়। ইআইএ অনুমোদনের ক্ষেত্রে দেশের দ্বিতীয় সুন্দরবন নামে পরিচিত টেংরাগিরি বনের পরিবেশগত বিপন্নতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। বিশেষকরে, আন্ধারমানিক ইলিশ অভয়ারণ্যে ও গোরাপদ্মা সবুজ বেষ্টনীর ক্ষতির ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়নি। অন্যদিকে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ইআইএ অনুমোদনের শর্ত অমান্য করা হয়েছে। পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব এবং অন্যান্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের আপত্তি উপেক্ষা করে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ– অবৈধভাবে নদীর জায়গা ভরাট করায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক জেলা প্রশাসন মারফত কাজ বন্ধের হুকুম[৫০] থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎকেন্দ্রের চিমনি নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর জায়গা ভরাট সংক্রান্ত কোনো নথি অনুমোদিত হলেও সেটি অবৈধ এবং তা বাতিলের সুপারিশ অমান্য করা হয়েছে। প্রকল্পের জমি ক্রয়ে অনিয়মের কারণে নির্মাণকাজ স্থগিতে আদালতের নির্দেশ[৫১] অমান্য করে কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি উপকূলীয় ও প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের দ্বিতীয় সুন্দরবন নামে পরিচিত টেংরাগিরি বনের ৬ দশমিক ৪ কিলোমিটার উত্তরে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি

---

[৪৫] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ৩১ জুলাই ২০২১

[৪৬] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১

[৪৭] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ৩১ জুলাই ২০২১

[৪৮] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯ জুলাই ২০২১

[৪৯] Power plant near reserve forest evokes concern, The Financial Express, বিস্তারিত দেখুন : https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/power-plant-near-reserve-forest-evokes-concern-1525715574 সর্বশেষ ভিজিট : ২৪ আগস্ট ২০২১

[৫০] প্রতিবেদন, "বরগুনা জেলার নদ-নদী পরিদর্শন ও জেলা নদী রক্ষা বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রসঙ্গে", চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ২৪ জানুয়ারি ২০২০

[৫১] আদেশের অনুলিপি, দেং মোং নং ৭৫/২০২১, আমতলী সহকারী জজ আদালত. আমতলী, বরগুনা, ২২ মে ২০২১

নির্মাণ করা হচ্ছে (চিত্র-২)। অন্যদিকে, প্রকল্পের অদূরে অবস্থিত আন্ধারমানিক ইলিশ অভয়ারণ্যের ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়নি। অভয়ারণ্যটি প্রকল্পের ৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এছাড়া, গোরাপদ্মা উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী থেকে ১ দশমিক ৯ কিলোমিটার ও হরিণাঘাটা ইকোপার্ক থেকে ৮ দশমিক ৫ কিলোমিটার পূর্বে এই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বাস্তবায়ন করায় প্রতিবেশের ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে এবং এই প্রকল্পের কারণে প্রাকৃতিকভাবে ম্যানগ্রোভ বনভূমি তৈরির/জন্মানোর প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

স্লুইস গেট বন্ধ ও খাল ভরাটের কারণে জয়ালভাঙ্গা ও খোট্টারচর এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে, ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে।[৫২] প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলাকার পানি নিষ্কাশন এবং প্রকৃতিক পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ "ফারই খাল" ভরাট করা হয়েছে।[৫৩] পরিবেশ নিরাপত্তাজনিত বিধিনিষেধ ১ কি.মি. (নদী বা সাগর থেকে বালি উত্তোলনের ক্ষেত্রে তটরেখা থেকে ন্যূনতম ১ কি.মি.) হলেও তা অমান্য করে শুভ সন্ধ্যা সমুদ্র সৈকতের সন্নিকট থেকে বালি উত্তোলন করা হয়েছে। ফলে সৈকতের বালি সরে যাওয়ায় বন বিভাগের সৃজিত বাগানের গাছ বিনষ্ট হয়েছে[৫৪] (সংযুক্তি-৩)। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।[৫৫]

চিত্র-৩ : বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ

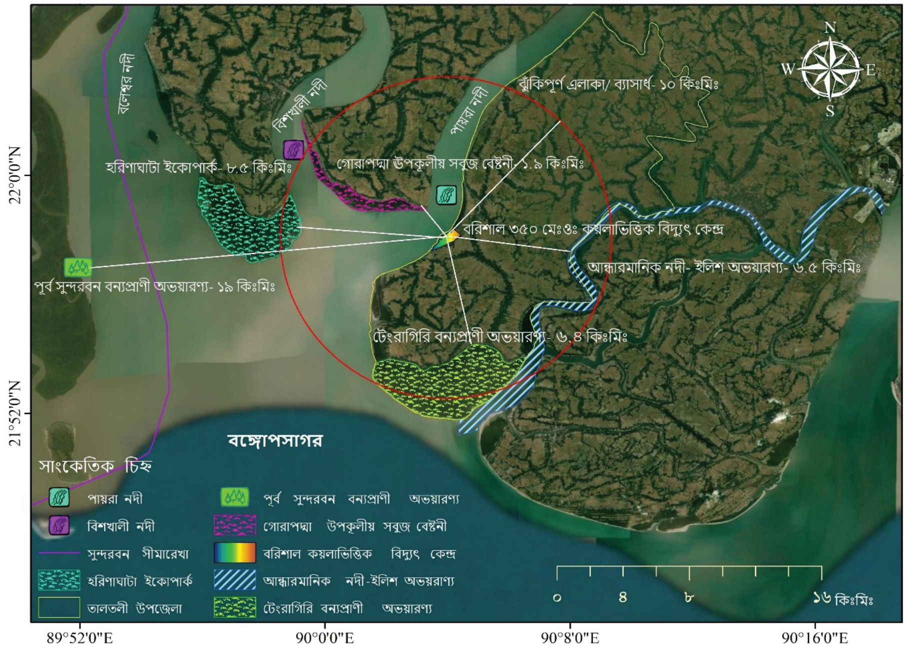

৫২ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১

৫৩ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১২ অক্টোবর ২০২১

৫৪ "হুমকির মুখে 'শুভ সন্ধ্যা' সমুদ্র সৈকত", ডিবিসি নিউজ, বিস্তারিত দেখুন : https://bit.ly/3AtsWJO সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ ডিসেম্বর ২০২১

৫৫ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১২ অক্টোবর ২০২১

বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র

বাঁশখালীর এস এস পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পে ক্রুটিপূর্ণ ইআইএ প্রতিবেদন দেওয়া হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।[৫৬] বিশেষকরে, পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে প্রভাবশালীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদনের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, ইআইএ প্রতিবেদন বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। ইআইএ প্রতিবেদনটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচনের জন্য কয়লার সাথে অন্যান্য জ্বালানিকে তুলনা দেখানো হলেও কোন নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে বিকল্প হিসেবে আমলে নিয়ে তুলনা দেখানো হয়নি। প্রতিবেদনটিতে[৫৭] এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সম্পাদিত "বেনিফিট-কস্ট এনালাইসিস"–এ প্রতিবেশগত ও সামাজিক ভারসাম্যের ক্ষয়ক্ষতি এবং স্থানীয় জনগন ও বন্যপ্রাণীর স্বাস্থ্যঝুঁকি সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যমান (কস্ট) নিরূপণ করা হয়নি। অন্যদিকে, বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে গরম পানি সাগরে ফেললে জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি মোকাবেলার পদক্ষেপ সম্পর্কে ইআইএ'তে উল্লেখ নেই। বায়ুর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। প্রকল্প এলাকার বায়ু, পানি ও শব্দের মানমাত্রা পরিমাপের জন্য পর্যাপ্ত স্যাম্পল/তথ্য নেয়া হয়নি। উল্লেখ্য, বায়ু ও পানির ক্ষেত্রে শুষ্ক ও আর্দ্র মৌসুমের কেবল একদিন করে স্যাম্পল নেয়া হয়েছে। শব্দের মান পরিমাপের জন্য সারাবছরে মাত্র একদিনের তথ্য দেওয়া হয়েছে। যা এই এলাকার পরিবেশের বাস্তব চিত্র প্রকাশ করে না। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে। অথচ, মানব স্বাস্থ্যের উপর বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে নির্গত বায়ু দূষণকারী পদার্থের প্রভাব নিরূপণ করা হয়নি। এই প্রকল্পের ফলে উক্ত স্থানে বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দূষণের প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই। বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহজাত হিসেবে প্রাপ্ত ছাই বিভিন্ন উপায়ে শতভাগ পুনঃব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, এই ছাইয়ে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রস্তুতকারী আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম ও মার্কারী নিঃসরণ থেকে দূষণ ঝুঁকি রয়েছে,[৫৮] যা এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়নি। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিভিন্ন মাধ্যমে সংগৃহীত এই ছাইগুলো জমা করার জন্য "এ্যাশ পন্ড" নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এর জন্য যে বিশেষ নির্মাণ পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন, সে বিষয়েও কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এতে উক্ত ভারী ধাতুগুলো ভূপৃষ্ঠের ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, দুইটি ইউনিট মিলে ঘন্টায় ৮২ দশমিক শূন্য ৪ কেজি ছাই উৎপাদন করবে।[৫৯] প্রকল্পটি উপকূল এবং সমুদ্র তটের জায়গা ভরাট করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জলকদর খালে মাটি ভরাট করায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যহত হচ্ছে, যার প্রভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। বন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে আশেপাশের অভয়ারণ্যসহ পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির ঝুঁকি দেখা দিয়েছে।[৬০]

---

[৫৬] প্রতিবেদন, Assessment of the Banskhali S. Alam coal power (SS Power I) project EIA. CREA, BELA and BWGED, প্রকাশকাল : জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুন- https://energyandcleanair.org/major-flaws-in-banskhali-eia/, সর্বশেষ ভিজিট : ১৯ এপ্রিল ২০২২

[৫৭] ইআইএ প্রতিবেদন, বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র, একটি ইআইএ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান (সিইজিআইএস), প্রকাশকাল : জুন ২০১৫

[৫৮] Coal Ash : Hazardous to Human Health, Physicians for Social Responsibility (PSR), প্রকাশকাল : মে ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন- https://www.psr.org/wp-content/uploads/2018/05/coal-ash-hazardous-to-human-health.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ১৯ এপ্রিল ২০২২

[৫৯] ইআইএ প্রতিবেদন, বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র, একটি ইআইএ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল : আগষ্ট ২০১৫

[৬০] Banshkhali Coal Power Plant Propaganda and Reality, The Daily Star, বিস্তারিত দেখুন : https://www.thedailystar.net/op-ed/politics/banshkhali-coal-power-plant-propaganda-and-reality-1208137, সর্বশেষ ভিজিট : ২৮ নভেম্বর ২০২১

চিত্র-৪ : বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বাস্তবায়নের জন্য কোন ইআইএ না করেই বসতবাড়ি, কৃষিজমি ও মৎস্য ঘের থেকে স্থানীয়দের উচ্ছেদ করা হয়েছে। খাল, নদী ও জলাভূমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। রাস্তা নির্মাণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে ভুল তথ্য দেখিয়ে ছাড়পত্র নেওয়া হয় এবং প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না করে কুহেলিয়া নদীর প্রায় ৭.৩ কি.মি. এলাকা ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেও কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। জলাধার ভরাট করে এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য রাস্তা নির্মাণ ও পানি প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা তৈরির ফলে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও, অধিগ্রহণকৃত জমি ভরাটের জন্য সমুদ্র থেকে অতিরিক্ত বালু উত্তোলনের ফলে মাতারবাড়ীর পশ্চিমপাশে বেড়িবাঁধের ১ কিলোমিটার এলাকায় ভাঙ্গন শুরু হয়েছে।[৬১] অথচ, পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেও কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মাতারবাড়ীতে ১০ বর্গ কিলোমিটার এর মধ্যে ৮টি বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূমিরূপ ও ভূমি ব্যবহারের ব্যাপক পরিবর্তন হলেও সম্মিলিত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করা

[৬১] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

হয়নি।[৬২] উল্লেখ্য, এই ৮টি প্রকল্প থেকে বছরে আনুমানিক ১ হাজার ৬ শত কিলোগ্রাম পারদ ও ৬ হাজার টন ছাঁই নির্গত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সিআরইএ–এর ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বর্জ্যের প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষি জমি ও মিঠা পানির বাস্তুতন্ত্রে এবং ৩৫ শতাংশ নিকটবর্তী বনভূমিগুলোতে ক্রমান্বয়ে জমা হবে।[৬৩] মাতারবাড়ীতে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো নির্মাণ করার ক্ষেত্রে নিকটবর্তী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও সাফারি পার্ক যেমন- হাঁসের চর সামুদ্রিক কচ্ছপ অভয়ারণ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সাঙ্গু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ইত্যাদির প্রতিবেশগত ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়নি।

চিত্র-৫ : মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ

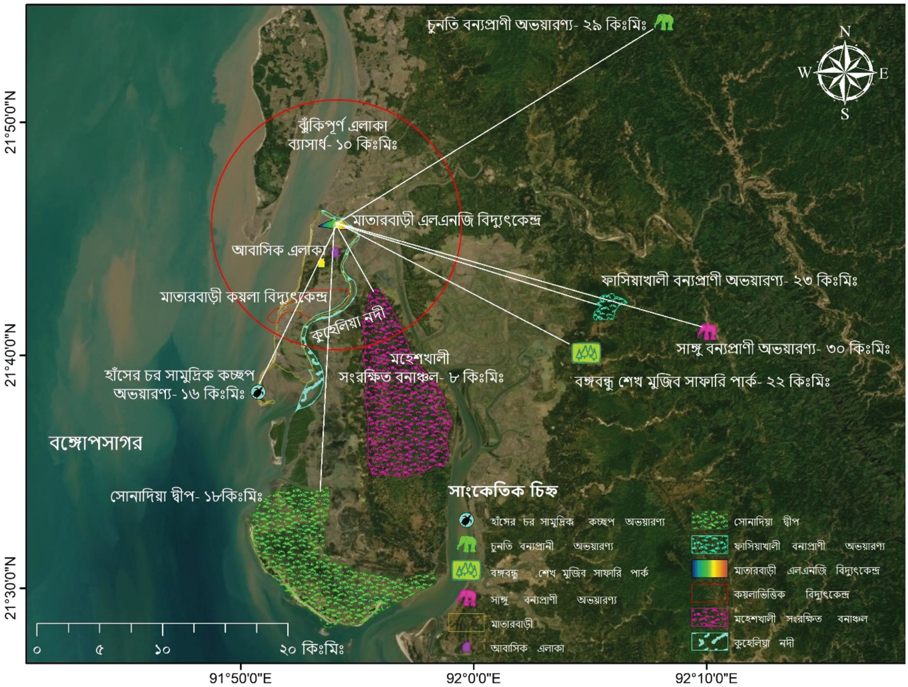

[৬২] মাতারবাড়ীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : হুমকিতে পরিবেশ, দ্য ডেইলি স্টার, বিস্তারিত দেখুন- https://www.thedailystar.net/bangla/node/284531, সর্বশেষ ভিজিট : ১৯ এপ্রিল ২০২২

[৬৩] মাতারবাড়ীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : হুমকিতে পরিবেশ, দ্য ডেইলি স্টার, বিস্তারিত দেখুন- https://www.thedailystar.net/bangla/node/284531, সর্বশেষ ভিজিট : ১৯ এপ্রিল ২০২২

প্রয়োজনের অধিক জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ

এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত তিনটি প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের তথ্যের সাথে প্রয়োজনীয় জমির তথ্যের অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ইআইএ প্রতিবেদন,[৬৪] প্রতিবেশী একটি দেশের তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ বিষয়ক সরকারি প্রতিবেদন,[৬৫] ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রতি এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য শূন্য দশমিক ২৩ একর এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ০.০৫৩ একর জমি প্রয়োজন। এই গবেষণার জন্য গৃহীত তিনটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সর্বমোট ১ হাজার ৩ শত ৫৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় ৯ শত ৪২ একর বেশি। উল্লেখ্য, প্রতি/মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য গড়ে শূন্য ৫৯ একর এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য শূন্য দশমিক ৬৫ একর জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

সারণি-৭ : নির্বাচিত প্রকল্পসমূহে প্রয়োজনের অধিক জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ

বিদ্যুৎকেন্দ্রের ধরন	বিদ্যুৎকেন্দ্র	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	প্রয়োজনীয় জমি (একর)	ক্রয়/অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)	অতিরিক্ত ক্রয়/অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
কয়লাভিত্তিক	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	৩৫০	৮১	৩১০	২৩০
	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	১৩২০	৩০৪	৬৬০	৩৫৭
এলএনজিভিত্তিক	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬৩০	৩৩	৩৮৮	৩৫৫
	মোট	২২৭০	৪১৮	১৩৫৮	৯৪২

এছাড়া, গবেষণার আওতাভুক্ত ৩টি বিদ্যুৎ প্রকল্পে শুধুমাত্র ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে মোট ৩ শত ৯০ কোটি ৪৯ লাখ টাকার দুর্নীতি হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই ও গবেষণার মাধ্যমে তিনটি বিদ্যুৎ প্রকল্পে শুধুমাত্র ভূমি ক্রয়, অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে কৃত দুর্নীতির আংশিক প্রাক্কলন করা হয়।

প্রাক্কলন অনুযায়ী গবেষণার আওতাভুক্ত এই ৩টি বিদ্যুৎ প্রকল্পে উক্ত খাতগুলোতে প্রায় ৩ শত ৯০ কোটি ৪৯ লাখ টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, তথ্যের ঘাটতি ও তথ্যদাতা কর্তৃক তথ্য প্রকাশে অনীহার কারণে বেশকিছু খাতের দুর্নীতি এই প্রাক্কলনে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। ৮ নম্বর সারণিতে প্রকল্পভিত্তিক ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির আংশিক প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হলো।

[৬৪] ইআইএ প্রতিবেদন, বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র, একটি ইআইএ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল : জুন ২০১৫

[৬৫] Review of land requirement for thermal power stations, Central Electricity Authority, New Delhi-110066, বিস্তারিত দেখুন- https://cea.nic.in/wp-content/uploads/2020/04/land_requirement.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ১৭ এপ্রিল ২০২২

সারণি-৮ : নির্বাচিত প্রকল্পসমূহে দুর্নীতির আংশিক প্রাক্কলন

ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ	দুর্নীতির পরিমাণ (টাকা)*			অর্থের গ্রহীতা**
	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র[৬৬ ৬৭]	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র[৬৮ ৬৯]	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	
ইজারাকৃত জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ আত্মসাৎ	২ কোটি ২৯ লাখ	--	--	বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মকর্তা -কর্মচারীদের একাংশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ডরূপ এনজিওকর্মী, ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ এবং মধ্যস্বত্বভোগী
ইজারাকৃত জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ থেকে কমিশন আদায়	৪৫ লাখ ৯০ হাজার	৫৫ কোটি	--	
ব্যক্তিগত জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য প্রদানে কমিশন আদায়	--	২০০ কোটি	৮২ কোটি ৫ লাখ	
ব্যক্তিগত জমির ক্ষতিপূরণের এককালীন অনুদানের টাকা আত্মসাৎ	--	--	৩৩ কোটি	
ব্যক্তিগত জমির ক্ষতিপূরণের এককালীন অনুদানের টাকা প্রদানে কমিশন আদায়	--	--	৪ কোটি ৪০ লাখ	
ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি জবরদখল এবং অর্থ প্রদান না করা	২ কোটি ৪১ লাখ	--	--	
খাস জমির জাল দলিল তৈরি করে তা বিক্রয় বাবদ অর্থ গ্রহণ	১০ কোটি ৭৫ লাখ	--	--	
মোট টাকা	১৫ কোটি ৫৯ লাখ ৯০ হাজার	২৫৫ কোটি	১১৯ কোটি ৪৫ লাখ	

* দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্তের আংশিক প্রাক্কলন পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে

-- সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি

** প্রদত্ত তথ্য সকল পদ, কর্মী ও সকল সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণে দুর্নীতি

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প বলে জোরপূর্বক ভূমি দখল করা হয়েছে। ভূমি ক্রয় ও দখলের ক্ষেত্রে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার নিশানবাড়ীয়া ইউনিয়নের জয়ালভাঙা ও খোট্টার চর এলাকায় স্থানীয় জনগন, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের অভিযোগ ও এসংক্রান্ত বেশকিছু নথি পাওয়া যায়। স্থানীয় ইউনিয়ন

[৬৬] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১

[৬৭] ফোকাস দলীয় আলোচনা, স্থানীয় জনসাধারণ, ১১ অক্টোবর ২০২১

[৬৮] তথ্যদাতা, স্থানীয় জনসাধারণ, ১১ অক্টোবর ২০২১

[৬৯] লাভের মধু কার পেটে, সমকাল, বিস্তারিত দেখুন : https://samakal.com/index.php/todays-print-edition/tp-last-page/article/210495019/, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ মে ২০২২

পরিষদের একজন সদস্য অভিযোগ করেন যে, আইসোটেক জমি ক্রয় কিংবা বায়না করা ছাড়াই তার জমিতে মাটি ভরাট করে ফেলে এবং প্রাচীর নির্মাণ করে তা দখল করে ফেলে।[৭০] আইসোটেকের কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মচারীদের একাংশের যোগসাজশে জাল দলিল ও ভুয়া মালিক তৈরি করে খাস এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।[৭১] এমনকি, কৃষি জমি ও উপকূলীয় বনসহ নদী ও খাল দখল করা হয়েছে। সম্প্রতি দুদকের একটি অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী, আইসোটেকের নিযুক্ত দালাল এবং অন্যান্য প্রভাবশালীদের যোগসাজশে প্রায় ৪৩ একর সরকারি খাস জমি কোম্পানিটির নামে ক্রয় করা হয় বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে পটুয়াখালীর দুদক কার্যালয়ে ৩৩ জনের বিরুদ্ধে মোট ১২টি মামলা করা হয়।[৭২] অভিযোগ রয়েছে যে, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য এই এলাকার পানি নিষ্কাশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ "ফারই খাল" ভরাট করা হয়েছে। স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি পর্যবেক্ষণ করে এই অভিযোগগুলো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। স্থানীয় একজন রাখাইন ভুক্তভোগী জানান, তাঁর ২৫ দশমিক ৮২ একর জমি আইসোটেক জোরপূর্বক দখল করে তাতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে আইসোটেক ও পাওয়ারচায়না। তাছাড়া, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য জমির মালিকদের চাপে ফেলে বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে জমি বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং ক্রয়কৃত জমির চেয়ে বেশি জায়গা দখল করা, নদী ও খাল ভরাট করা এবং বন বিভাগের উপকূলীয় বন ধ্বংস করা হয়েছে।[৭৩] [৭৪] ক্ষেত্রবিশেষে, ক্রয়কৃত জমির চেয়ে বেশি জায়গা দখল এবং জমি ক্রয় না করেই জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে। তাছাড়া, এলাকার প্রভাবশালীমহল কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ভুয়া আপত্তি ও মামলা দায়ের করে ক্ষতিপূরণ পেতে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রশাসন ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের সহায়তায় ইজারাকৃত জমিতে অবস্থানরত জেলেদের উপর হামলা, মামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে।[৭৫] এছাড়া, স্থানীয় প্রভাবশালীরা কম মূল্যে জমির মালিকদের থেকে জমি ক্রয় করে তা বেশি মূল্যে কোম্পানির কাছে বিক্রি করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এবিষয়ে একজন ভুক্তভোগী অভিযোগ করেন, অন্যথায় কোন টাকাই না পাওয়া এবং জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি একজন স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির কাছে তার ৬ একর জমি মাত্র ২০ লাখ টাকায় বিক্রি করেন।[৭৬]

বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র

স্থানীয়দের ভুল তথ্য (ভেজিটেবল ওয়েল মিল, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করা হবে এবং বিদ্যুৎকেদ্রে স্থাপনের সম্পূর্ণ তথ্য গোপন করে) দিয়ে এস এস বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে বলে তথ্যদাতারা

---

[৭০] তথ্যদাতা, একজন ভুক্তভোগী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১২ আগস্ট ২০২১

[৭১] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদ, ১২ অক্টোবর ২০২১

[৭২] তালতলীতে খাসজমিতে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র, যুগান্তর, বিস্তারিত দেখুন : https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/468805, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ মে ২০২২

[৭৩] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১২ অক্টোবর ২০২১

[৭৪] Rakhine land grabbed in Barguna, বিস্তারিত দেখুন : https://www.thedailystar.net/backpage/news/land-grab-festival-barguna-1734955, সর্বশেষ ভিজিট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৭৫] তথ্যদাতা, স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১২ আগস্ট ২০২১

[৭৬] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১২ অক্টোবর ২০২১

জানিয়েছেন।[৭৭] জেটি নিমার্ণের জন্য সমুদ্র সৈকতের ভিতরে ২ কি.মি. সমুদ্রতট দখল করে লবণ চাষীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।[৭৮] এছাড়া, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক কম মূল্যে স্থানীয়দের থেকে জমি ক্রয় করে বেশি মূল্যে এস আলম কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানান।[৭৯] উল্লেখ্য যারা জমি বিক্রি করতে চায়নি তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে। যেমন, কেউ জমি বিক্রি করতে না চাইলে তার আশেপাশের সকল জমি কিনে মাটি ফেলে ভরাট করে ফেলায় জমির সেচ কার্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং জমির চারপাশ মাটি ফেলে উচু করে দেওয়ায় বর্ষায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে না ফলে জমি চাষের অনুপযোগী হয়ে যায় এবং জমির মালিক জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মালিককে কোন প্রকার নোটিশ না দিয়েই জমি দখল করা হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নামমাত্র মূল্য দিয়ে জমি ক্রয় করা হয়েছে। মসজিদের জমিসহ স্থানীয়দের প্রায় ১০০ একরের বেশি জমি জোরপূর্বক দখল করা সহ প্রায় ৪ শত একর খাস জমি দখল করা হয়েছে।[৮০]

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

মাতারবাড়ী এলএনজি প্রকল্পের জন্য যে জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেটি প্রথমে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর (৭ শত মেগাওয়াট) তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়।[৮১] স্থানীয়রা ৭ ধারা নোটিশের আগেই এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পারে এবং প্রকল্পের অবস্থান নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বিকল্প স্থান প্রস্তাব করে হাইকোর্টে রিট করে। কারণ উল্লেখিত প্রকল্পের দক্ষিণে মাতারবাড়ী ১ হাজার ২ শত মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং উত্তরে এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হলে এই দুই প্রকল্পের মাঝামাঝি স্থানে বসবাসকারী প্রায় ৮০ হাজার মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং দূষণের প্রভাবে স্থানীয়রা স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হবে।[৮২] ফলে স্থানীয়রা মাতারবাড়ীর দক্ষিণে হাঁসের চর নামের একটি স্থান প্রস্তাব করে। কিন্তু সরকার স্থানীয় জনসাধারণের আপত্তি উপেক্ষা করে এবং বিকল্প স্থান বিবেচনা না করেই মাতারবাড়ীর উত্তর পার্শ্বের প্রায় ১ হাজার ৩ শত ৫০ একর লবণ ও চিংড়ি চাষের জমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া লবণ ঘেরকে নাল জমি দেখিয়ে কম মূল্যে জমি ক্রয় করা হয়েছে।[৮৩] কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন কর্মকর্তাদের সহায়তায় ফাঁকা লবণ মাঠকে চিংড়ির ঘের দেখিয়ে এবং ভুয়া মালিক তৈরি করে প্রকৃত মালিকের জমি আত্মসাৎ করা হয়েছে।[৮৪] অন্যদিকে, প্রকৃত মালিকরা জমির মূল্য পেতে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে।[৮৫]

---

[৭৭] তথ্যদাতা, স্থানীয় ভুক্তভোগী ০২ অক্টোবর ২০২১

[৭৮] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিক, ০১ অক্টোবর ২০২১

[৭৯] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় প্রতিনিধি ও সাংবাদিক, ০২ অক্টোবর ২০২১

[৮০] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ০২ অক্টোবর ২০২১

[৮১] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয়, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৮২] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয়, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৮৩] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৮৪] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৮৫] তথ্যদাতা, দুইজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে অনিয়ম

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

জরিপ ছাড়াই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ ও অর্থ প্রদানে বিবিধ অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।[৮৬] প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী ইজারাভোগীদের ঘর-বাড়ি, গাছপালা ইত্যাদি গুড়িয়ে দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করে আইসোটেক পরিবার প্রতি তাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন বাবদ মাত্র দেড় লাখ টাকা করে প্রদান করে। অভিযোগ রয়েছে যে, এই ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে আইসোটেকের নিয়ুক্ত কর্মচারী ও মধ্যস্বত্বভোগীরা ২০-৩০ শতাংশ কমিশন আদায় করেছে।[৮৭] [৮৮] ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ভুয়া আপত্তি ও মামলা দায়ের করে জমির প্রকৃত মালিকদের ক্ষতিপূরণ পেতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও জনপ্রতিনিধিদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং প্রশাসনের সহায়তায় জমির মালিকদের চাপে ফেলে বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে আইসোটেকের কাছে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করাসহ মূল্য পরিশোধে ইচ্ছাকৃতভাবে কালক্ষেপণ করা হয়েছে।[৮৯] ক্ষতিপূরণ প্রদানে আইসোটেকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কমিশন গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।[৯০] সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমি অধিগ্রহণে বাজার মূল্যের ৩ গুণ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অধিগ্রহণে বর্তমান বাজার মূল্যের ৪ গুণ দাম প্রদানের নিয়ম থাকলেও নিশানবাড়ীয়াতে তা মানা হয়নি। ক্ষতিগ্রস্থদের ৪ গুণ দেওয়ার কথা থাকলেও পরিশোধ করা হয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৫ থেকে ২ গুণ বা ক্ষেত্রবিশেষে তারও কম বলে ভুক্তভোগীরা জানান।

বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র

প্রকল্প বাস্তবায়নকরী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের চাপে ফেলে ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে জমি বিক্রিতে বাধ্য করা এবং নামমাত্র মূল্যে তা ক্রয় করার বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন।[৯১] স্থানীয় তথ্যদাতাদের মতে জানা যায়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক কম মূল্যে জমির মালিকদের থেকে জমি ক্রয় করে দ্বিগুণ বা তিনগুণ মূল্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গন্ডামারা ইউনিয়নের হাজীপাড়ার এক জন ব্যক্তির কাছ থেকে ৪০ শতক জমি ৭ থেকে ১৫ লাখ টাকায় ক্রয় করে ৪০ লাখ টাকায় কোম্পানির কাছে বিক্রয় করার অভিযোগ রয়েছে।[৯২] তাছাড়া, জমির মূল্য পেতে মধ্যস্বত্তভোগীদের একটি নির্দিষ্ট হারে কমিশন দিতে হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা জানান।[৯৩] ক্ষেত্রবিশেষে মালিকদের নামমাত্র মূল্য দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জোরপূর্বক দখলকৃত জমির জন্য কোন প্রকার মূল্য প্রদান করা হয়নি এবং স্বইচ্ছায় জমি বিক্রয়কারীদের ক্ষতিপূরণ বা জমির মূল্য প্রদানে কালক্ষেপণ এর অভিযোগ রয়েছে।[৯৪]

---

[৮৬] Land owners evicted without compensation, বিস্তারিত দেখুন : http://www.newagebd.net/article/62141/land-owners-evicted-without-compensation, সর্বশেষ ভিজিট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৮৭] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১২ অক্টোবর ২০২১

[৮৮] Government to probe 'illegal' land acquisition for Barisal power plant, The Daily Sun, বিস্তারিত দেখুন : https://bwged.blogspot.com/2019/08/government-to-probe-illegal-land.html, সর্বশেষ ভিজিট : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

[৮৯] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১২ অক্টোবর ২০২১

[৯০] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১১ অক্টোবর ২০২১

[৯১] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী এবং একজন সাংবাদিক, ০২ অক্টোবর ২০২১

[৯২] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী এবং একজন সাংবাদিক, ০২ অক্টোবর ২০২১

[৯৩] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৩ অক্টোবর ২০২১

[৯৪] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ০২ অক্টোবর ২০২১

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

জরিপ ছাড়াই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের অভিযোগ রয়েছে। ২০১৫ সালে স্থানীয়দের ৭ ধারা নোটিশ প্রদান করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে ডিসি অফিস কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করা হয়। ডিসি অফিস কর্তৃক প্রতি একরে ৩৩ লাখ ৭৪ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়।[৯৫] ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের জন্য দালাল এবং ভূমি অফিস কর্তৃক ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিগ্রস্তদের থেকে প্রায় ২২ শতাংশ বা তার বেশি কমিশন আদায় করা হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন। যারা কমিশন দিতে অস্বীকার করেছে তারা যথাসময়ে ক্ষতিপূরণ পায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।[৯৬] এছাড়াও, সিপিজিসিবিএল কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের জন্য এককালীন অনুদান হিসেবে ২ লাখ ২০ হাজার এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য ২ লাখ ৮৯ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। এককালীন এই অনুদান প্রদানের জন্য সিপিজিসিবিএল কর্তৃক "ডর্‌প" নামক এনজিওকে নিয়োগ দেওয়া হয়। স্থানীয় তথ্যদাতাদের থেকে জানা যায়, ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন অনুদান প্রদানে "ডর্‌প" এনজিওকর্মীরা ১০ থেকে ২০ শতাংশ কমিশন আদায় করেছে। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, "ডর্‌প" এনজিও প্রায় সাড়ে তিন হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তালিকা তৈরি করে। তালিকাভুক্ত ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এই অনুদান পেলেও তালিকাভুক্ত প্রায় ২৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেনো অনুদান প্রদান করা হয়নি বলে স্থানীয় পর্যায় থেকে জানা যায়। ক্ষতিগ্রস্তদের দিয়ে মিথ্যা অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিয়ে অনুদানের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।[৯৭] এছাড়া, দালাল ছাড়া ক্ষতিপূরণ না দেওয়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতার বিষয় জানান ভুক্তভোগীরা।[৯৮] "ডরপ" এর কথিত স্থানীয় অফিসে সরেজমিন পরিদর্শনে বিবিধ অনিয়মের বিষয় প্রতীয়মান হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো– বসবাসের জন্য ব্যবহৃত বাসাকে অফিস হিসাবে ব্যবহার করা; ভূমি অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশীদের জমি ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নথি যত্রতত্র ফেলে রাখা; কথিত অফিস বন্ধ রাখা এবং ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশীদের হয়রানি করা ইত্যাদি।

ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্নবাসন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনিয়ম

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

স্থানীয়দের কাজ প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় যাদেরকে চাকরি দেওয়া হয় তাদের সাথে বেতন-বৈষম্য করা হয় বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন। এছাড়া অভিযোগ রয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিশ্রুতি[৯৯] অনুযায়ী পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। প্রকল্পে কাজের সুযোগ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা জানান। স্থানীয় ভুক্তভোগীরা জানান, প্রকল্পে চাকরি প্রত্যাশীদের চাকরি পেতে প্রকল্পে কর্মরত সুপারভাইজার, দোভাষী, নিরাপত্তা কর্মকর্তাসহ অন্যান্য

---

[৯৫] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৯৬] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৯৭] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৯৮] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৯৯] ৪ হাজার কোটি টাকায় বরগুণায় ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিস্তারিত দেখুন : https://www.jagonews24.com/national/news/453706, সর্বশেষ ভিজিট : ১৭ জানুয়ারি ২০২২

কর্মচারীদের অগ্রীম ৪ হাজার টাকা করে দিতে বাধ্য করা হয়। উক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করেন স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ– যারা প্রকল্পে শ্রমিক সরবরাহ করে থাকেন। অন্যদিকে, নিয়োগকৃত শ্রমিকদের ১৫ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে ছাটাই করে পুনরায় কমিশন নেওয়ার উদ্দেশ্যে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় বলে ভুক্তভোগীরা জনান।[১০০]

বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র

ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি এবং ৮৫ শতাংশ শ্রমিক অন্য এলাকা থেকে নিয়োগ করা হয়েছে।[১০১] স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও মধ্যস্বত্বভোগী কর্তৃক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগসহ কম বেতন বা ক্ষেত্রবিশেষে বেতন না দিয়েই কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।[১০২] মুখ্য তথ্য দাতাদের মতে, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ এই প্রকল্পে লোকবল সরবরাহ করেন। তারা ঘন্টা প্রতি শ্রমিকদের মজুরি থেকে ৩০ থেকে ৫০ টাকা কমিশন আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০৩] এছাড়া, স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে স্থানীয়রা তথ্য প্রদান করেন। স্থানীয় শ্রমিকদের কম বেতন বা ক্ষেত্রবিশেষে বেতন না দিয়েই কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। এই প্রকল্পের কারণে এলাকার একটি বড় জনগোষ্ঠী যারা লবণ চাষ, মৎস্য এবং কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিল তারা জীবিকা হারিয়েছেন। তারা জীবিকা হারালেও প্রকল্পে তাদের কাজ দেওয়া হয়নি। ফলে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে বলে তথ্যদাতারা জানান।

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

জমি থেকে উচ্ছেদ করা হলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের (লবণ চাষী ও ভূমি মালিক) চাকরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা জানান। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের (লবন চাষী ও ভূমি মালিক) চাকরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করার ফলে এলাকায় বেকারত্বসহ অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। জমি অধিগ্রহণের ফলে স্থানীয়রা তাদের প্রথাগত পেশা (লবণ চাষ) হারিয়েছেন এবং প্রকল্পে চাকরি না পাওয়ায় তারা জীবিকার সন্ধানে অনেক পরিবার মাতারবাড়ী ছেড়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন পোশাক কারখানা এবং জাহাজ কাটা শিল্পসহ বিভিন্ন ঝুকিঁপূর্ণ কাজে যুক্ত হয়েছেন বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা জানান। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছেন এবং ১৫ হাজার মানুষ বেকার হয়েছে বলে স্থানীয় একজন জনপ্রতিনিধি জানান।[১০৪] স্থানীয়দের তথ্যমতে, প্রকল্প এলাকায় ৪৪টি পরিবারের আবাস ছিল এবং ভূমি অধিগ্রহণের সময় তাদের ৬ মাসের মধ্যে তাদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও আন্দোলন ও প্রতিবাদেও প্রেক্ষিতে চার বছর পর তাদের পুর্নবাসনের আংশিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

---

[১০০] তথ্যদাতা, স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১

[১০১] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ০১ অক্টোবর ২০২১

[১০২] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৩ অক্টোবর ২০২১

[১০৩] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০২ অক্টোবর ২০২১

[১০৪] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

ক্ষতিগ্রস্তদের হয়রানিসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

আইসোটেকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের সহায়তায় জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে জমি দখল ও জমির মালিকদের নামে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[১০৫] উল্লেখ্য, প্রকল্পের জন্য দখলকৃত জায়গার প্রকৃত মালিকরা তাদের জমির দাম চাইতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানিমূলক মামলা করা হয় বলে ভুক্তভোগীরা জানান।[১০৬] স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা না পাওয়ায় ভুক্তভোগীরদের অনেকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।[১০৭] এছাড়া, দখলকৃত জমির মালিকানা সংশ্লিষ্ট অনিয়মের কারণে আমতলী সহকারি জজ আদালত কর্তৃক নির্মাণকাজে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আইসোটেক এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নির্মাণকাজ চালু রাখে এবং জমি মালিককে ভীতি প্রদর্শনসহ বিবিধভাবে হয়রানি করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০৮] এছাড়া, জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে বসবাসকারী ইজারাভোগী জেলেদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও উচ্ছেদ করা হয়েছে[১০৯] বলে তথ্যদাতারা জানান।[১১০]

বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র

কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনসহ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থান, ভালো কর্ম পরিবেশ প্রদান এবং অন্যায্য ছাঁটাই বন্ধের দাবি সম্বলিত আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।[১১১] এছাড়া, আন্দোলনে জড়িত স্থানীয় নেতৃস্থানীয়দের গ্রেফতার, ক্রসফায়ারের হুমকি, মামলা ও গ্রেফতার করে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন বন্ধ করার অভিযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে স্থানীয়রা বাঁশখালী কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে এস আলম গ্রুপ এই আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য স্থানীয়দের বিরুদ্ধে (অজ্ঞাতনামা) মামলা করে[১১২] এবং পুলিশ এই মামলায় বেশ কয়েকজন স্থানীয় লোকদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে, স্থানীয় জনগণকে অবৈধভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এলাকাবাসী গন্ডামারা ইউনিয়নের হাজীপাড়া বাজারে প্রতিবাদ মিটিং করতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন সেখানে এই মিটিং বন্ধ রাখার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে এবং এর জের ধরে পুলিশের সাথে স্থানীয়দের সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে

---

[১০৫] তদন্ত কমিটির সামনেই একজনকে মারধর, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন : তদন্ত কমিটির সামনেই একজনকে মারধর (prothomalo.com), সর্বশেষ ভিজিট : ২৪ আগস্ট ২০২১

[১০৬] গরিবের ভিটায় বিদ্যুৎকেন্দ্র, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন : গরিবের ভিটায় বিদ্যুৎকেন্দ্র। প্রথম আলো (prothomalo.com) সর্বশেষ ভিজিট : ২৪ আগস্ট ২০২১

[১০৭] তথ্যদাতা, একজন ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১

[১০৮] তথ্যদাতা, একজন ভুক্তভোগী, ১২ অক্টোবর ২০২১

[১০৯] ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করে বিদ্যুৎকেন্দ্র : তদন্ত কমিটর সামনেই একজনকে মারধর, প্রথম আলো, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন : https://bit.ly/3solBpL

[১১০] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১

[১১১] Banshkhali 1320 MW (SSPL) Coal Power Plant, BWGED, বিস্তারিত দেখুন- https://bwged.blogspot.com/p/banshkhali-coal-power-plant-s-alam.html, সর্বশেষ ভিজিট : ১৮ এপ্রিল ২০২২

[১১২] Banshkhali clash: 200 unnamed accused in homicide case, The Dhaka Tribune, বিস্তারিত দেখুন : https://archive.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2017/02/03/banshkhali-clash-200-unnamed-accused-homicide-case, সর্বশেষ ভিজিট : ৩১ মার্চ ২০২২

৪ জন নিহত হন।[১১৩] [১১৪] ২০১৭ সালে একই বিরোধের সমঝোতার প্রচেষ্টা চলাকালীন সময়ে পুলিশের গুলিতে আবারও একজন নিহত হন।[১১৫] সর্বশেষ ২০২১ সালে এই প্রকল্পের শ্রমিকদের মধ্যে বেতন ভাতা, কর্মঘন্টা নিয়ে আবারও অসন্তোষ দেখা দেয় এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয় এবং ৭ জন নিহত হন।[১১৬] [১১৭] স্থানীয়দের তথ্যমতে, আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে আন্দোলন থেকে সরে আসার কথা বলা হলেও তিনি প্রাথমিকভাবে রাজি না হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান। এই আন্দোলন বন্ধে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উক্ত জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে বিবিধ মামলা প্রদান করে এবং ক্রসফায়ারের মাধ্যমে তাকে হত্যার হুমকি প্রদান করে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। পরবর্তীতে প্রকল্প থেকে বিবিধ সুবিধা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে জনৈক জনপ্রতিনিধির সমঝোতা হয়। স্থানীয়দের তথ্যমতে, এই আন্দোলন থেকে সরে আসার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সেই জনপ্রতিনিধিকে ফ্ল্যাট, প্রকল্পে শ্রমিক সরবরাহ, ক্যান্টিন পরিচালনা, তেল সরবারহসহ বিবিধ নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের ঠিকাদারি প্রদান করে। তাছাড়াও, এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হুমকি, মামলা ও গ্রেফতার করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ প্রদান করেন।

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

এলাকার প্রভাবশালী কর্তৃক হুমকি ও ভয়ভীতি প্রর্দশন করে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান। ভূমি অধিগ্রহণ, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের অধিকার আদায়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্তরা আন্দোলনের উদ্যোগ নিলে এলাকার প্রভাবশালী কর্তৃক হুমকি ও ভয়ভীতি প্রর্দশন করে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে।[১১৮] আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারীদের ফোন করে একটি বিশেষ বাহিনী দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া ও ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার অভিযোগ প্রদান করেন স্থানীয় তথ্যদাতারা।

প্রভাবশালী রাজনীতিবীদ ও আমলাদের স্বার্থ

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

জাল দলিল তৈরী করে সরকারী খাস জমি কোম্পানির নামে বিক্রয় করায় সরকারী কর্মচারী ও আমলাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দুদকের মামলায় কিছু কর্মকর্তা দুর্নীতির মাধ্যমে ৪৩ একর খাস

---

১১৩ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ০২ অক্টোবর ২০২১

১১৪ বাঁশখালীতে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ৪, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন : বাঁশখালীতে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ৪। প্রথম আলো (prothomalo.com), সর্বশেষ ভিজিট : ২১ অক্টোবর ২০২২

১১৫ One killed in clashes at Banshkhali thermal power project discussion, bdnews24.com, বিস্তারিত দেখুন : https://bdnews24.com/bangladesh/2017/02/02/one-killed-in-clashes-at-banshkhali-thermal-power-project-discussion, সর্বশেষ ভিজিট : ১০ জানুয়ারি ২০২২

১১৬ তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ০৩ অক্টোবর ২০২১

১১৭ Death toll rises to 7 in Banshkhali power plant clash, The Business Standard, বিস্তারিত দেখুন : https://www.tbsnews.net/bangladesh/death-toll-rises-7-banshkhali-power-plant-clash-235318#:~:text=Two%20workers%20have%20succumbed%20to,around%203.30%20pm%20on%20Wednesday, সর্বশেষ ভিজিট : ১১ এপ্রিল ২০২২

১১৮ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

জমির জালিয়াতি করেছেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।[১১৯] এছাড়া, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে আইসোটেক পাউবোর জমির ইজারাভোগীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করেছে; ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি দখল করেছে; দখলকৃত বেসরকারী জমিগুলোর মূল্য পরিশোধে কালক্ষেপণ করছে; এবং পরবর্তীতে জাল দলিল প্রস্তুত ও ভুয়া মালিক উপস্থাপন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন ধাপে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সরকারি কর্মচারীদের অনৈতিকভাবে অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে সহায়তার অভিযোগ রয়েছে।[১২০] ভুক্তভোগীরা জানান, প্রকল্পটিতে শ্রমিক নিয়োগ, ইট, বালি, সিমেন্ট, রডসহ অন্যান্য কাঁচামাল সরবরাহসহ বিভিন্ন ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও জনপ্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগীদের ন্যায্য দাবী ও অধিকার আদায়ে তারা অংশগ্রহণ করেন না।[১২১]

বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র

কয়লা প্রকল্প বিরোধী আন্দোলন বন্ধে স্থানীয় একজন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিকে অনৈতিকভাবে বিবিধ সুবিধা (যেমন– প্রকল্প এলাকায় খাবার ক্যান্টিন পরিচালনা, তেল, ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ও শ্রমিক সরবরাহ সংক্রান্ত ঠিকাদারি) প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ও নেতৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধে প্রকল্পে বিবিধ কাজের সুবিধা, যেমন- প্রকল্পের কাঁচামাল (তেল, ইট, বালি, সিমেন্ট, রড) সরবারাহ, ক্যান্টিন পরিচালনা ও শ্রমিক সরবরাহসহ বিবিধ ঠিকাদারি ব্যবসা এবং আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে প্রকল্পের পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব, জমি ক্রয় ও দখল, এবং শ্রমিক অধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনগুলো প্রভাবিত করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও, শ্রমিক সরবরাহকারীদের (মধ্যস্বত্বভোগী) বিরুদ্ধে বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে কর্মরত শ্রমিকদের কাছে ঘন্টা প্রতি ৩০ থেকে ৫০ টাকা করে কমিশন আদায় করার অভিযোগ রয়েছে।

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

সরকারী, চর ও খাস জমির জাল দলিল তৈরী এবং ভুয়া মালিক উপস্থাপন করা এবং এসকল জমিকে মৎস্য ও চিংড়ি ঘের দেখানোসহ তা কোম্পানির কাছে চড়া দামে বিক্রয়ের সাথে সরকারী কর্মচারী ও আমলাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।[১২২] এছাড়া, স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে শ্রমিক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়।[১২৩]

---

[১১৯] তালতলীতে খাসজমিতে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র, যুগান্তর, বিস্তারিত দেখুন : https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/468805, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ মে ২০২২

[১২০] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১২ অক্টোবর ২০২১

[১২১] তথ্যদাতা, একজন ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১

[১২২] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক,২৯ অক্টোবর ২০২১

[১২৩] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ০২ অক্টোবর ২০২১

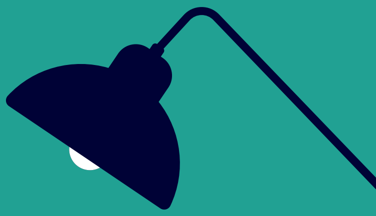

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে জ্বালানি খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে দাতানির্ভর নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার (দেখুন সংযুক্তি-২ : জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার প্রক্রিয়া) করা হয়েছে। বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে দেশী-বিদেশী সংস্থা ও বিনিয়োগকারি, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগী এবং লবিইস্টরা পলিসি ক্যাপচারের সাথে জড়িত বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। মূলত নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি, আইন ও বিধি ক্যাপচারের মাধ্যমে জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার হয়েছে।

খসড়া টেন্ডার প্রস্তুত, শর্তাদি নির্ধারণ, দরপত্র মূল্যায়ন এবং প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী সরকারি কর্মকর্তাদের নানাবিধ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আয়ত্ব করা হয়েছে। প্রভাশালী রাজনৈতিক কর্তৃক এজেন্ডা নির্ধারণ এবং ক্রয় ও কার্যাদেশসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার সাথে যোগসাজসে সরকারি অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করায় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যুৎ চাহিদার অতিরিক্ত প্রাক্কলন এবং উদ্দেশ্য পূরণে নতুন নীতি ও আইন (দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন) প্রণয়ন করা হয় এবং এর মেয়াদ দফায় দফায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে আইন ও নীতি (পিএসএমপি, আইইপিএমপি, পরিবেশ আইন, ক্রয় আইন ইত্যাদি) কৌশলে আয়ত্ব এবং সুবিধাজনক ধারা সংযোজন ও সংশোধন করার মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধাসহ কার্যাদেশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কর ও ভ্যাট রেয়াতসহ ঋণ গ্রহণে সরকারি গ্যারান্টির নিশ্চয়তা আদায় করা হয়েছে। এমনকি, বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ অনৈতিকভাবে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

আইনি দুর্বলতার সুযোগে উদ্বৃত্ত কয়লা প্রযুক্তি বাংলাদেশে রপ্তানি করার মাধ্যমে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একদিকে যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেই। অন্যদিকে, জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে অধিক দুর্নীতি এবং দ্রুত মুনাফা তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকায় প্রয়োজন না থাকলেও কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রভাবশালী মহলকে অনৈতিক সুবিধা প্রদানে প্রকল্প অনুমোদন, বিবিধ চুক্তি সম্পাদন, ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ, বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রতিযোগিতাভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিশেষ বিধানের আওতায় চুক্তি ও কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে এবং নির্ভুল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ এবং সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে ঝুঁকি বৃদ্ধি পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর বিদ্যমান আইন ও বিধি কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বন, নদী, খাস জমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং পুলিশের গুলিতে আন্দোলকারীদের মৃত্যুসহ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও বিচার না হওয়ায় অপরাধীদের এক প্রকার দায়মুক্তি প্রদান করা হচ্ছে যা এখাত সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে আরও উৎসাহিত করছে।

সুপারিশ

১ জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রণয়ন করতে হবে এবং একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ প্রস্তাবিত আইইপিএমপি'তে কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দিতে হবে;

২ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ বাতিল করতে হবে এবং ২০২২ সালের পরে নতুন কোনো প্রকার জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে;

৩ জ্বালানি প্রকল্প অনুমোদন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন, ঋণের শর্ত নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে এবং এসংক্রান্ত সকল নথি প্রকাশ করতে হবে;

৪ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ক্ষতি রোধ এবং জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় চলমান ঝুঁকিপূর্ণ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে;

৫ আইএনডিসি–এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পরিকল্পনাধীন কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সোলারসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে;

৬ ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ এবং ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে; এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত দুর্নীতির তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘঠিত দুর্নীতির তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট

সংযুক্তি-১ : প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া

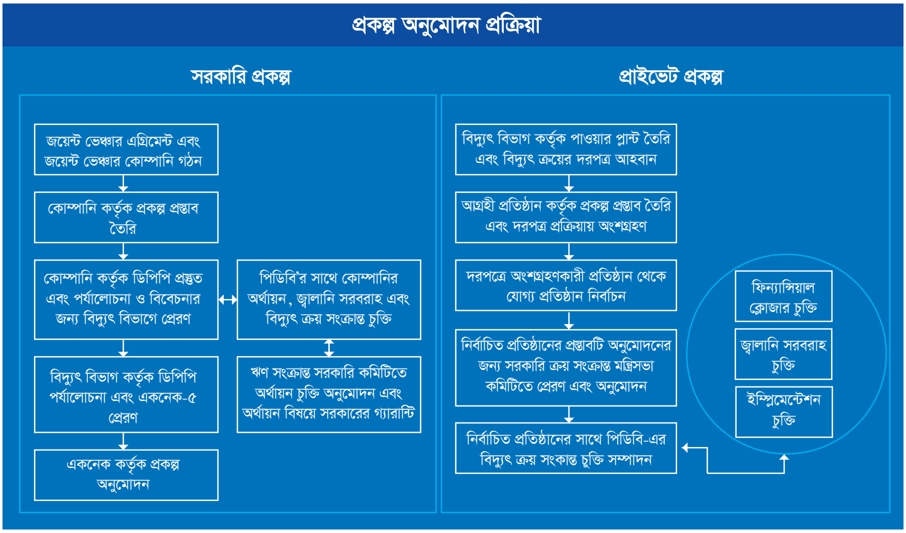

সংযুক্তি-২ : জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার

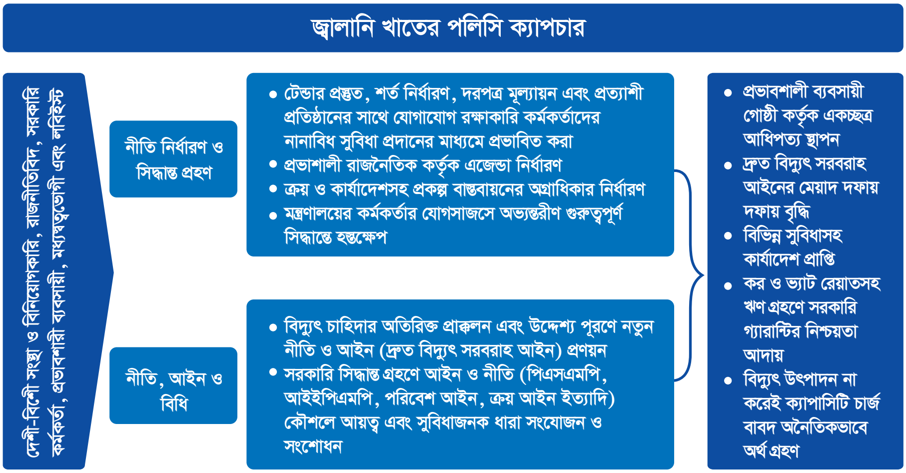

সংযুক্তি-৩ : সৈকতের বালি সরে যাওয়া ও বন বিভাগের সৃজিত বাগানের গাছ বিনষ্ট হওয়া

তথ্যসূত্র

আইন, নীতি, বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৭, বিস্তারিত দেখুন : https://bit.ly/35rsgkI, সর্বশেষ ভিজিট : ১২ নভেম্বর ২০২১।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৭, বিস্তারিত দেখুন : https://plandiv.portal.gov.bd/site/files/bd4f359e-ce93-4d0c-bac5- b36219aa8371, সর্বশেষ ভিজিট : ২৩ ডিসেম্বর ২০২১।

জাতীয় বননীতি ২০১৬ (খসড়া), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমান নাম 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়'), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি (২০১৬-২০৩১), বন অধিদপ্তর (সেপ্টেম্বর ২০১৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-৩০, বিস্তারিত দেখুন : https://bit.ly/2tg1z5d, সর্বশেষ ভিজিট : ২৩ ডিসেম্বর ২০২১।

Public Procurement Act 2006 Ges Public Pocurement Rules 2008, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন : http://www.rhd.gov.bd/Documents/PPR/07%20-%20%20ThePublicProcurementAct2006(041207)45.pdf Ges http://www.btcl.com.bd/files/img/act/PPR_Public-Procurement-Rules-2008-English.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ২ জানুয়ারি ২০২১।

অনুচ্ছেদ ১৮ (ক), পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html, সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1061.html, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২১।

মোবাইল কোর্ট আইন (২০০৯), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.html, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২১।

পরিবেশ আদালত আইন (২০১০), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1061.html, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২১

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1203.html, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর, ২০২১।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন :
http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/5a9d6a31_d858_4001_b8%2044_817a27d079f5/ECR%201997.pdf , সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২১।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা (২০০৪), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন :
http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/b0928f6a_53c4_4af2_a44%204_49804c923fbd/ODS%20Rules%2C2004%20-%20Combiend.pdf , সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২১।

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা (২০০৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন :
http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/e43886bc_0694_49f6_80f%203_71d2a0edece1/Noise%20Control%20Rules.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২১।

বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা (২০১২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন :
http://www.poribesh.com/wp-content/uploads/2015/08/Bangladesh-Biosafety-Rules-2012-Bangla.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২১।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন :
http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/notices/db120080_4378_4%201af_977a_e96ada5586d1/ECA%20Rules_25-09-16.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর, ২০২১।

জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), প্রকাশিত ২০২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন :
https://plancomm.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/8a4a19a2_ad6c_4de3_a789_15533b6a9a10/2020-08-31-16-09- 91ffa489d550d61d313e3142db4fe43c.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২১।

Revisiting Power System Master Plan (PSMP) 2016,
https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/4f81bf4d_1180_4c53_b27c_8fa0eb11e2c1/Revisiting%20PSMP2016%20%28full%20report%29_signed.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ১০ জানুয়ারি ২০২২।

মাস্টার সিস্টেম প্ল্যান-২০১০, বিস্তারিত দেখুন :
https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/7fd4a674_56a2_4726_ba2b_1cc0ad020813/SUMMARYPSMP2010.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ০৯ মে ২০২২

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1059.html?hl=1, সর্বশেষ ভিজিট : ৪ জানুয়ারি ২০২২।

The Integrated Energy and Power Master Plan Project-JICA, বিস্তারিত দেখুন : https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/id/asia/south/bangladesh/c8h0vm0000fc81ki.html#:~:text=To%20establish%20a%20low%2Fzero,towards%20sustainable%20development%20of%20Bangladesh, সর্বশেষ ভিজিট : ৩০ এপ্রিল ২০২২।

National Solar Energy Roadmap 2021-2041, বিস্তারিত দেখুন : https://godok.id/dokumen/16adf_national-solar-energy-roadmap-2021-2041.html, সর্বশেষ ভিজিট : ২৩ এপ্রিল ২০২২।

গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও অন্যান্য প্রকাশনা

Nationally determined contributions (NDCs), 2021, Bangladesh (Updated): 26.08.2021, বিস্তারিত দেখুন : https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bangladesh%20First/NDC_submission_20210826revised.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ মে ২০২২।

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম, Healthy Environment, Healthy People(2012), বিস্তারিত দেখুন : https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/premature-deaths-environmentaldegradation-threat-global-public, সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১।

এনভায়রনমেন্ট পারফরমেন্স ইনডেক্স, Global metrics for the environment: Ranking country performance on sustainability issues (2020), বিস্তারিত দেখুন : https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20210112.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১।

হেলথ ইফেক্ট ইন্সটিটিউট, State of global air: a special report on global exposure to air pollution and its health impacts(2020), বিস্তারিত দেখুন : https://fundacionio.com/wpcontent/uploads/2020/10/soga-2020-report.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১।

Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh: Country Environmental Analysis 2018, World bank. বিস্তারিত দেখুন : https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/585301536851966118/enhancing-opportunities-for-clean-and-resilientgrowth-in-urban-bangladesh-country-environmental-analysis-2018

প্রতিবেদন, "বরগুনা জেলার নদ-নদী পরিদর্শন ও জেলা নদী রক্ষা বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রসঙ্গে", চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ২৪ জানুয়ারি ২০২০

আদেশের অনুলিপি, দেং মোং নং ৭৫/২০২১, আমতলী সহকারী জজ আদালত. আমতলী, বরগুনা, ২২ মে ২০২১

বার্ষিক প্রতিবেদন, কোল পাওয়ার জেনারেশন বাংলাদেশ, বিস্তারিত দেখুন : http://www.cpgcbl.gov.bd/site/page/acaabc9c-0cc2-47d6-a903-969997058d9c/- সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ মে ২০২২।

ইআইএ প্রতিবেদন, বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র, ১৭ এপ্রিল ২০২২
BAvBhttps://bd.bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/annual_reports/7ecc-bb65-e66c-c4d1-4b4b-3d0c-925e-695f-7930-cec9 , এ প্রতিবেদন, বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র, একটি ইআইএ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল : জুন ২০১৫

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৪-১৫), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিস্তারিত দেখুন :
https://bd.bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/annual_reports/ddb5-f47c-cfbd-3b8d-8ec5-7bd9-09c2-1d70-7992-5841, সর্বশেষ ভিজিট : ০১ এপ্রিল ২০২২।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৫-১৬), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিস্তারিত দেখুন :
https://bd.bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/annual_reports/c553-062f-f033-8934-39db-0ddf-a3b2-6024-0189-6645, সর্বশেষ ভিজিট : ২৮ এপ্রিল ২০২২।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-১৭), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিস্তারিত দেখুন :
https://bd.bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/annual_reports/e445-c332-c830-6930-2bf2-2651-a538-fa23-852b-02bb, সর্বশেষ ভিজিট : ২৮ এপ্রিল ২০২২।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৭-১৮), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিস্তারিত দেখুন : সর্বশেষ ভিজিট : ২৬ এপ্রিল ২০২২।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিস্তারিত দেখুন :
https://bd.bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/annual_reports/1c58-c679-337b-94c5-127e-154c-6820-e644-010f-a3d0, সর্বশেষ ভিজিট : ২৫ এপ্রিল ২০২২।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২১), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিস্তারিত দেখুন :
https://bd.bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/annual_reports/c4ff-123d-dae0-575b-7a77-a1c0-2f7e-a806-a836-2fdd, সর্বশেষ ভিজিট : ২৪ এপ্রিল ২০২২।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৪-১৫), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন :
http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/annual_reports/23d9dc54_1593_4a9a_8d6c_4276694034ce/67_annual_report__2014_2015.pdf , সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১।

ইআইএ প্রতিবেদন, বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র, একটি ইআইএ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান (সিইজিআইএস), প্রকাশকাল : জুন ২০১৫

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৫-১৬), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন :
https://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/annual_reports/56337355_b348_4028_8ba0_f39de646cab2/Annual%20Report%202016%20Final.pdf , সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১,

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-১৭), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন : http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/annual_reports/4f8241aa_8%20a4d_459a_8c99_2c77b48e8f43/Annual%20Report%202016-2017.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৭-১৮), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন : http://www.doe.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/annual_reports/ea3c059f_0%20c0d_435a_9195_ba3e4989ac12/Annual%20report%202017-2018%20.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংবাদপত্র

২ অনুচ্ছেদ ১৮ (ক), পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html, সর্বশেষ ভিজিট : ১৮ এপ্রিল ২০২২।

বাংলাদেশে দশটি কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধ করার সিদ্ধান্ত, বিবিসি বাংলা, বিস্তারিত দেখুন : https://www.bbc.com/bengali/news-57630991, সর্বশেষ ভিজিট : ২৭ জুন ২০২১।

Choked by Coal: the Carbon Catastrophe in Bangladesh, Market Forces Ges 350.org, বিস্তারিত দেখুন : https://www.marketforces.org.au/bangladesh-choked-by-coal/, সর্বশেষ ভিজিট : ২১ এপ্রিল ২০২২।

বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়ের বোঝা বাড়াচ্ছে ক্যাপাসিটি চার্জ, বিডি নিউজ টুয়েন্টি ফোর, বিস্তারিত দেখুন : https://bangla.bdnews24.com/economy/article2024498.bdnews, সর্বশেষ ভিজিট : ২৩ মার্চ ২০২২।

Concern over S Alam's EIA claim on Banshkhali power project, Dhaka Tribune, বিস্তারিত দেখুন : https://archive.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/06/23/concern-over-s-alam-s-eia-claim-on-banshkhali-power-project, সর্বশেষ ভিজিট : ২৩ জুন ২০২২।

২০৪১–এর মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর, বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর, বিস্তারিত দেখুন : https://www.banglanews24.com/power-fuel/news/bd/468702.details, সর্বশেষ ভিজিট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

দাম বাড়ল বিদ্যুতের: কতটা যৌক্তিক, অন্য দিগন্ত, বিস্তারিত দেখুন : https://www.onnoekdiganta.com/article/detail/7379, সর্বশেষ ভিজিট : ১০ মার্চ ২০২০।

প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন ও বাংলাদেশ, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন: প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন ও বাংলাদেশ। প্রথম আলো (prothomalo.com), সর্বশেষ ভিজিট : ১৯ এপ্রিল ২০২২।

Banshkhali one of most polluting coal power plants: report, New Age, বিস্তারিত দেখুন : https://www.newagebd.net/article/140877/banshkhali-one-of-most-polluting-coal-power-

plantsreport#:~:text=China%20is%20building%20one%20of,of%20national%20and%20international%20green, সর্বশেষ ভিজিট : ১৬ জুন ২০২১।

বিশেষ বিধানে ভর করে ফের দরপত্র ছাড়াই কার্যাদেশ, বাংলানিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুন : https://www.banglanews24.com/print/443291, সর্বশেষ ভিজিট : ২৪ নভেম্বর ২০১৫।

বিশেষ বিধানে ভর করে ফের দরপত্র ছাড়াই কার্যাদেশ, বাংলানিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুন : https://www.banglanews24.com/print/443291, সর্বশেষ ভিজিট : ২৪ নভেম্বর ২০১৫

ব্যয় বাড়ছে ১৬ হাজার কোটি টাকা, বণিক বার্তা, বিস্তারিত দেখুন : https://bonikbarta.net/home/news_description/256732/, সর্বশেষ ভিজিট : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

বাঁশখালীর কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই, একুশে পত্রিকা, বিস্তারিত দেখুন : https://www.ekusheypatrika.com/archives/134637, সর্বশেষ ভিজিট : ১৮ এপ্রিল ২০২১।

Assessment of the Banskhali S. Alam coal power (SS Power I) project EIA. CREA, BELA and BWGED, প্রকাশকাল : ০৬.২০২১, বিস্তারিত দেখুন- https://energyandcleanair.org/major-flaws-in-banskhali-eia/, সর্বশেষ ভিজিট : ১৯ এপ্রিল ২০২২।

Coal Ash: Hazardous to Human Health, Physicians for Social Responsibility (PSR), প্রকাশকাল : মে ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন- https://www.psr.org/wp-content/uploads/2018/05/coal-ash-hazardous-to-human-health.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ১৯ এপ্রিল ২০২২।

মাতারবাড়িতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র: হুমকিতে পরিবেশ, দ্য ডেইলি স্টার, বিস্তারিত দেখুন- https://www.thedailystar.net/bangla/node/284531, সর্বশেষ ভিজিট : ১৯ এপ্রিল ২০২২।

Review of land requirement for thermal power stations, Central Electricity Authority, New Delhi-110066, বিস্তারিত দেখুন- https://cea.nic.in/wp-content/uploads/2020/04/land_requirement.pdf, সর্বশেষ ভিজিট : ১৭ এপ্রিল ২০২২।

তালতলীতে খাসজমিতে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র, যুগান্তর, বিস্তারিত দেখুন : https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/468805, সর্বশেষ ভিজিট : ০৮ মে ২০২২।

Banshkhali 1320 MW (SSPL) Coal Power Plant, BWGED, বিস্তারিত দেখুন- https://bwged.blogspot.com/p/banshkhali-coal-power-plant-s-alam.html, সর্বশেষ ভিজিট : ১৮ এপ্রিল ২০২২।

প্রতিবেদনে ব্যবহার করা কিছু ওয়েবসাইট ও লিঙ্ক

পরিবেশ অধিদপ্তর : http://www.doe.gov.bd

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় : https://moef.gov.bd/

বিদ্যুৎ বিভাগ : http://www.powerdivision.gov.bd/

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড : http://www.bpdb.gov.bd/

Global Energy Monitor : https://globalenergymonitor.org/

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) : http://www.sreda.gov.bd/

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন : http://www.nrccb.gov.bd/

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) : http://www.cpgcbl.gov.bd/

Power China : http://www.powerchina.cn/

BWGED : https://bwged.blogspot.com/p/about-us.html

Tokyo Electric Power Company Limited (TEPCO) : https://www.tepco.co.jp/en/hd/index-e.html

ISO TECH Group : https://isotechgrp.com/

S Alam Group : https://www.s.alamgroupbd.com/

The World Bank in Bangladesh : https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh

UNESCO to Bangladesh : Cancel Rampal coal plant, or Sundarbans could be added to List of World Heritage in Danger in 2017, Endcoal.org, সর্বশেষ ভিজিট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ ,বিস্তারিত দেখুন : https://endcoal.org/2016/10/unesco-to-bangladesh-cancel-rampal-coal-plant-or-sundarbanscould-be-added-to-list-of-world-heritage-in-danger-in-2017/

বাংলাদেশে

কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বাংলাদেশের একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত। চাহিদার অপরিহার্যতা বিবেচনায়, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সরকারের একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নও বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির (১৮-ক অনুচ্ছেদ) অংশহিসেবে বর্ণিত রয়েছে। অথচ, বাস্তবে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭ এবং ১৩ অর্জনের পূর্বশর্ত। কিন্তু, সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতি ও চর্চায় এবং এ খাতে গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে এই প্রতিশ্রুতিগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে গৃহিত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন বিষয় সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যালোচনার জন্য এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), দুর্নীতিবিরোধী বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার হিসেবে এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে কর্মরত যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতি মুক্ত। দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি জনঅংশগ্রহণমূলক শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা টিআইবির লক্ষ্য। টিআইবি তার ধারাবাহিক ও বহুমুখি গবেষণা, জ্ঞানভিত্তিক জনসম্পৃক্ততা এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও চর্চা নিশ্চিতে কাজ করছে; যাতে দুর্নীতি রোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অগ্রগতি হয়, এর ফলে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অবিচার হ্রাস পায় এবং টেকসই উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

978-984-35-2807-0

Transparency International Bangladesh (TIB)
MIDAS Centre (Levels 4 & 5)
House 05, Road 16 (New) 27 (Old), Dhanmondi, Dhaka 1209
Tel: +8802 48113032-33, 48113036, Fax: +8802 48113101

info@ti-bangladesh.org · www.ti-bangladesh.org · TIBangladesh